সমগ্র শিক্ষা
Samagra Shiksha

শিক্ষা আনে সভ্যতা
সভ্যতা আনে মানবিকতা

গৃহভিত্তিক শিক্ষা

স্পেশাল এডুকেটর / বিশেষ শিক্ষক-শিক্ষিকাদের প্রশিক্ষণ সহায়িকা

পশ্চিমবঙ্গ সমগ্র শিক্ষা মিশন

বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

সূচীপত্র

- প্রাক্-কথন 3
- পশ্চিমবঙ্গে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের বর্তমান পরিস্থিতি 4
- গৃহভিত্তিক শিক্ষার যথার্থতা 4
- প্রশিক্ষণ সহায়িকার উদ্দেশ্য 6
- গৃহভিত্তিক শিক্ষা :
  - ক) কী এবং কেন 7
  - খ) উদ্দেশ্য 7
  - গ) সুবিধা 8
  - ঘ) পদ্ধতি ও কৌশল 8
- স্পেশাল এডুকেটর/বিশেষ শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ভূমিকা ও দায়িত্ব 14
- বাবা-মা এবং পরিবারের সদস্যদের জন্য পরামর্শ ও সহায়তা 16
- স্পেশাল এডুকেটর/বিশেষ শিক্ষক-শিক্ষিকাদের প্রশিক্ষণ 17
- মূল্যায়ণ পদ্ধতি 18
- পরিশিষ্ট :
  - ১) শিশুর স্বাভাবিক বেড়ে ওঠা 19
  - ২) শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষা পরিকল্পনার কাঠামো ও নমুনা 20
  - ৩) পাঠ্যক্রমে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করার নমুনা 25
  - ৪) মূল্যায়ণ পদ্ধতির নমুনা 29

প্রাক-কথন

সভ্যতার বিবর্তনের সাথে মানুষের অধিকারের দাবী যত সুস্পষ্ট হয়েছে, শিক্ষাদান ও শিক্ষাগ্রহণের ধরণ-ধারণ, পদ্ধতি, বিষয় নির্বাচন ইত্যাদি সবক্ষেত্রেই প্রয়োজনের তাগিদে বেশকিছু পরিবর্তন এসেছে। একটা সময় গুরুগৃহে গিয়ে শিক্ষাগ্রহণ করতে হতো। শুনে শুনে শেখা থেকে শুরু হয় লেখার ব্যবহার। সেখান থেকে পরিবর্তিত হয়ে এসেছে আজকের বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়। প্রয়োজন অনুসারে বিদ্যালয়কে 'সমকালীন' করে তুলতে বিভিন্ন স্তরে বিদ্যালয়েরও চরিত্র বদল হয়েছে। বিভিন্ন ধরণের শিক্ষার্থীদের শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে যুক্ত করতে মুক্ত বিদ্যালয় (Open School), দূর-শিক্ষা (Distance education), কোভিডকালীন 'অন লাইন ক্লাস' ইত্যাদি শুরু হয়েছিল। এখন শিক্ষায় ইন্টারনেটের ব্যবহার, শ্রেণীকক্ষে স্মার্ট বোর্ড, ইত্যাদিও শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে অপরিহার্য হয়ে উঠেছে।

এই কথাটা প্রায়ই বলা হয়ে থাকে যে গৃহ হল প্রথম বিদ্যালয় এবং বাবা-মা হলেন প্রথম শিক্ষক। বিভিন্ন গবেষণা থেকে আমরা জানতে পারি যে শিশুদের বড় হয়ে ওঠার এবং শেখার প্রথম ভিত্তি হল গৃহের পরিবেশ ও পরিবারের মানুষজন। ভাষা শেখা, অনুভূতির প্রকাশ সব কিছুই গৃহের পরিবেশে শুরু হয়। একটা সময় জাতি, ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ নির্বিশেষে সকলের জন্য শিক্ষার অঙ্গন খোলা ছিল না। যাদের জন্য খোলা ছিল না, তারা গৃহের পরিবেশেই শিখতেন।

যদি প্রাচীন বিদ্যালয় হিসাবে গুরুগৃহকে ধরা হয়, সেখানে ছাত্ররা দৈনন্দিন কাজকর্মে গুরুকে সাহায্য করা থেকে শুরু করে কৃষিকাজ, জ্বালানী সংগ্রহ ইত্যাদি করতো এবং তার সাথে পড়াশোনা শিখতো। কিন্তু গুরুগৃহে সবার শিক্ষা গ্রহণ করার অধিকার ছিল না। প্রধানত ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়রাই সুযোগ পেত। তারপরে টোল হিসাবে বিদ্যালয় চালু হওয়ার পরে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় ছাড়াও অন্যান্য শ্রেণীর মানুষদের পড়াশোনার সুযোগ হল। কিন্তু সেটাও ছিল শুধু ছেলেদের জন্য। একটা সময় পর্যন্ত মেয়েরা বিদ্যালয়ে গিয়ে পড়াশোনার সুযোগ পেত না। তার জন্য অপেক্ষা করতে হয়েছে বহু বছর। পেরোতে হয়েছে বহু কুসংস্কার ও সামাজিক বাধা। আজকের দিনে আমরা সেটা ভাবতেই পারি না। একটা সময় পর্যন্ত আমরা ধরে নিয়েছিলাম যে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের পড়াশোনা শেখার দরকার নেই বা তাদের পড়াশোনা শেখার ক্ষমতা নেই। তারা সাধারণ বিদ্যালয়ে আসবে না বা তাদের জন্য সাধারণ বিদ্যালয় নয়। বেশীরভাগ বিদ্যালয়গুলির পরিকাঠামো সেভাবে তৈরীই করা হয়নি যেখানে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুরাও বিদ্যালয়ে আসতে পারে। সেখান থেকে আজকে আমরা অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা বা ইনক্লুসিভ এডুকেশনের সময়ে এসে পৌঁছেছি। সকলের জন্য শিক্ষা—এই ব্যবস্থায় বিদ্যালয়ের পরিকাঠামোতে পরিবর্তন আসতে শুরু করেছে যাতে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুরাও বিদ্যালয়ে আসতে পারে ও যুক্ত হতে পারে সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থার সাথে।

শিক্ষার অধিকার আইন, ২০০৯-এ গুরুতর এবং বহুবিধ প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুদের জন্য বিশেষভাবে কিছু বলা হয়নি। কিন্তু দ্য রাইট অফ চিল্ড্রেন টু ফ্রী এন্ড কম্পালসরি এডুকেশন (অ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট ২০১২-তে গুরুতর এবং বহুবিধ প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুদেরশিক্ষার অধিকার সুনিশ্চিত করার জন্য স্পষ্টভাবে গৃহভিত্তিক শিক্ষার কথা বলা হয়েছে।

অর্থাৎ যে সকল বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুরা গুরুতর বা বহুবিধ প্রতিবন্ধকতার কারণে সাধারণ বিদ্যালয়ে আসতে পারবে না, আইন অনুযায়ী তাদের বাড়িতে গিয়ে শিক্ষাদান করতে হবে। যেসব শিশুরা তাদের প্রতিবন্ধকতার কারণে বিদ্যালয়ে পৌঁছতে পারছে না, তাদের কাছে বিদ্যালয়কে পৌঁছানোর জন্যই এই প্রচেষ্টা।

পশ্চিমবঙ্গে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের বর্তমান পরিস্থিতি

২০১১ সালের জনগণনা অনুযায়ী সমগ্র জনসংখ্যার ২.২ শতাংশ মানুষ প্রতিবন্ধকতাযুক্ত। যাদের মধ্যে গ্রামীণ এলাকায় থাকেন ২.৩ শতাংশ এবং শহর এলাকায় থাকেন ২ শতাংশ প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষ। ২০১১ সালের জনগণনা অনুসারে, পুরুষ জনসংখ্যার মধ্যে ২.৪ শতাংশ পুরুষ এবং মহিলাদের মধ্যে ১.৯ শতাংশ মহিলা প্রতিবন্ধকতাযুক্ত।

পশ্চিমবঙ্গে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের বিদ্যালয়ে ভর্তির পরিসংখ্যান

পশ্চিমবঙ্গে বিদ্যালয়ে অন্তর্ভুক্ত বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের পরিসংখ্যান:

২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষে চিহ্নিত বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুর সংখ্যা								
পূর্ব প্রাথমিকে ভর্তি হয়েছে (যাদের বয়স ৫ থেকে ৬ বছরের মধ্যে)	প্রাথমিকে (প্রথম শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী) ভর্তি হয়েছে	মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক স্তরে (নবম শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণী) ভর্তি হয়েছে	মাদ্রাসাতে ভর্তি হয়েছে	স্পেশাল স্কুলে ভর্তি হয়েছে	বেসরকারি বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছে	গৃহভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে যুক্ত	নতুন চিহ্নিত হয়েছে এবং গৃহভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে যুক্ত করা হবে	মোট চিহ্নিত বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুর সংখ্যা
৩৮৪৪ জন	১,০৭,২৪৯ জন	২৬,৭৯২ জন	৪২৮৩ জন	৭২১২ জন	৭৬৪৭ জন	২১৩৫ জন	৪৪০ জন	১,৫৯,৬০২ জন

গৃহভিত্তিক শিক্ষার সাথে যুক্ত শিশুদের পরিসংখ্যান:

২০২৪-২৫ শিক্ষা বর্ষে গৃহভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে যুক্ত বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুর সংখ্যা				
গৃহভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে ইতিমধ্যে যুক্ত বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুর সংখ্যা		নতুন চিহ্নিত হয়েছে এবং গৃহভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে যুক্ত করা হয়েছে এমন বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুর সংখ্যা		গৃহভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে যুক্ত মোট বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুর সংখ্যা
ছাত্রী	ছাত্র	ছাত্রী	ছাত্র	মোট
৯১০ জন	১২২৫ জন	১৮৫ জন	২৫৫ জন	২৫৭৫ জন (ছাত্র: ১৪৮০ জন; ছাত্রী: ১০৯৫ জন)

তথ্য সূত্র: *Unified District Information System for Education (UDISE).*

গৃহভিত্তিক শিক্ষার যথার্থতা

ভারতীয় সংবিধান প্রত্যেক ব্যক্তির স্বাধীন, মর্যাদাপূর্ণ, বৈষম্যহীন, ন্যায়সঙ্গত জীবন এবং ন্যায় বিচার পাওয়াকে সুনিশ্চিত করে।

ভারতীয় সংবিধান প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করার মৌলিক অধিকার সুনিশ্চিত করেছে। শিশুদের এই মৌলিক অধিকার উল্লিখিত রয়েছে সংবিধানের ৮৬তম সংবিধান সংশোধন আইন, ২০০২-এর ২১এ ধারায়। এই ধারায় বলা হয়েছে 'রাষ্ট্র প্রতিটি শিশুকে নিঃশুল্ক এবং বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান সুনিশ্চিত করবে এবং সেই লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় আইন প্রনয়ণ করবে'।

ভারতে অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা ব্যবস্থা শুরু হয় ১৯৮৭ সালে। ১৯৮৭ সালে 'প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুদের সমন্বিত শিক্ষা প্রকল্প' (Scheme of Integrated Education of the Disabled Children-IEDC') জারি করার মধ্য দিয়ে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের সাধারণ

বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করার কথা বলা হয়। ১৯৯২ সালের কার্য পরিকল্পনায় (Plan of Action, 1992) কম এবং গুরুতর প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুদের সুসংহত বিশেষ শিক্ষা (Integrated Special Education) প্রদান করার কথা বলা হয়েছে। এখানে কিছুটা দ্বিমত তৈরী হয়েছিল। কারোর মনে হল বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের শেখার সম্ভাবনা এবং ক্ষমতাকে সর্বোচ্চ মাত্রায় কাজে লাগাতে স্পেশাল স্কুলের মতো একটা বিশেষ ব্যবস্থা প্রয়োজন। অন্যদের মনে হল, সকল শিশুরই সাধারণ বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করার অধিকার আছে। শুধুমাত্র প্রতিবন্ধকতার কারণে তাদের সেই অধিকারকে লঙ্ঘন করা যায় না। সুতরাং সকল শিশুকেই সাধারণ বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করার সুযোগ দিতে হবে। সমস্ত বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের জন্য বিশেষ শিক্ষা, বিশেষ বিদ্যালয় বা কোনো বিকল্প ব্যবস্থার মধ্যে শিক্ষাগ্রহণ বাধ্যতামূলক করলে তাদের প্রতি বৈষম্য করা হবে।

১৯৮৯ সালের শিশু অধিকার সনদে স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে সকল শিশুর শিক্ষার অধিকার আছে এবং বৈষম্যহীনভাবে সেই অধিকার সুনিশ্চিত করতে হবে।

২০০৯ সালের শিক্ষার অধিকার আইন (The Rights of Children to free and Compulsory Education Act, 2009) নিম্নলিখিত কারণে ঐতিহাসিক এবং অনন্য

- ☑ আইনের সংজ্ঞাতে ফ্রী অর্থাৎ বিনা ব্যয়ে কথাটির উল্লেখ আছে। যার অর্থ হলো ৬ বছর থেকে ১৪ বছর বয়সের সমস্ত শিশু বিনামূল্যে সরকারি বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করতে পারবে।
- ☑ আইনের সংজ্ঞাতে 'কম্পালসরি এডুককেশন' বলতে বলা হয়েছে রাষ্ট্র প্রতিটি শিশুর বাধ্যতামূলক শিক্ষা সুনিশ্চিত করবে। অর্থাৎ সকল সাধারণ শিশুর মতই, একজন বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুর শিক্ষার অধিকার সুনিশ্চিত করার দায়িত্ব রাষ্ট্রের।
- ☑ এই আইনে সকল শিশুর জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা এবং বৈষম্য দূরীকরণের কথা বলা হয়েছে।

শিক্ষার অধিকার আইনে সকল শিশু অর্থাৎ "ডিসঅ্যাডভান্টেজ গ্রুপ অ্যান্ড উইকার সেকশন"কেও শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে যুক্ত করার কথা বলা হয়েছে। বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশু, তপশীলি জাতি এবং উপজাতিভুক্ত শিশু, সামাজিকভাবে এবং শিক্ষাগতভাবে পিছিয়ে পড়া শিশু এবং সামাজিকভাবে, সংস্কৃতিগতভাবে, ভৌগলিকভাবে, ভাষার কারণে, সামাজিক লিঙ্গ পরিচিতির কারণে অসুবিধায় থাকা শিশুদের কথা বলা হয়েছে। এছাড়া কোনো রাজ্য সরকার মনে করলে, অন্যান্য কারণে অসুবিধায় থাকা শিশুদের এবং যত্ন ও সুরক্ষার প্রয়োজন আছে এমন শিশুদেরও এই তালিকাতে যুক্ত করতে পারেন।

শিক্ষার অধিকার আইনের সার্থক রূপায়ণের জন্য সর্বশিক্ষা অভিযান লাগু করা হয়। যার অন্যতম মূল লক্ষ্য ছিল ২০১০ সালের মধ্যে ৬ থেকে ১৪ বছর বয়সী সকল শিশুকে বাধ্যতামূলক শিক্ষার আওতায় নিয়ে আসা। যেখানে সর্বশিক্ষা অভিযানের ফ্রেমওয়ার্কেই অন্তর্ভূক্তিমূলক শিক্ষা (Inclusive Education)-র কথা বলতে গিয়ে বলা হয়েছে "সর্বশিক্ষা অভিযান প্রতিবন্ধকতার ধরণ, প্রকার এবং প্রতিবন্ধকতা কতটা কম বা বেশি তা নির্বিশেষে প্রতিটি বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুর যথাযথ পরিবেশে শিক্ষাকে সুনিশ্চিত করবে" এবং কোনো শিশুকেই ফেরানো যাবে না এই নীতি গ্রহণ করবে, যাতে কোনো শিশুকেই শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে বাদ দেওয়া না হয়।

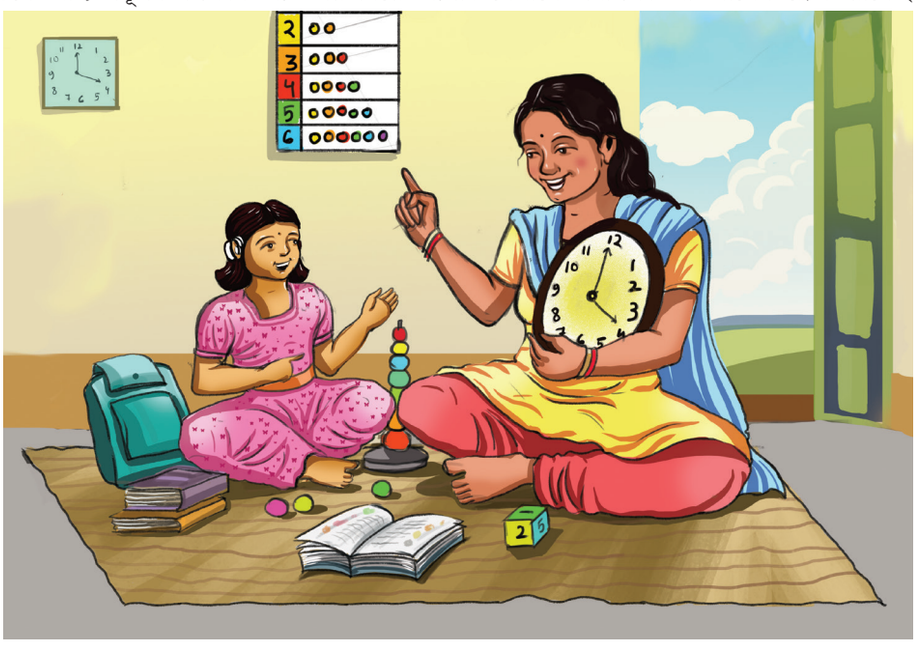

শিক্ষার অধিকার আইন, ২০০৯ (The RTE Act, 2009) এবং শিক্ষার অধিকার আইন (সংশোধন), ২০১০-এও 'গৃহভিত্তিক শিক্ষা'র ধারণা দেওয়া হয়নি। দ্য রাইট অফ চিল্ড্রেন টু ফ্রী এন্ড কম্পালসরি এডুকেশন (অ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট ২০১২ অনুযায়ী গুরুতর এবং বহুবিধ প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুদের জন্য গৃহভিত্তিক শিক্ষাকে একটা উপায় হিসাবে বলা হয়েছে।

সুস্থায়ী উন্নয়ন অভীষ্ট-৪ (Sustainable Development Goal-4) এ ২০৩০ সালের মধ্যে অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং সমতাভিত্তিক, গুণগত শিক্ষা সুনিশ্চিত করা এবং জীবনব্যাপী শিক্ষা লাভের সুযোগকে উন্নীত করার কথা বলা হয়েছে।

শিক্ষা বলতে উচ্চমানের, সমতাভিত্তিক এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার কথা বলা হয় যা বিবিধ শিখন চাহিদা সম্পন্ন সকল শিশুর শিক্ষা ক্ষেত্রে সাফল্য সুনিশ্চিত করবে। এটা আশা করা হচ্ছে ২০৪০ সালের মধ্যে ভারতে এমন একটি শিক্ষা ব্যবস্থা গঠিত হবে যেখানে সামাজিক এবং অর্থনৈতিক অবস্থা নির্বিশেষে সকল শিশু একটি সমতাভিত্তিক উচ্চমানের শিক্ষা গ্রহণ করতে পারবে।

একাডেমিক এবং নন-একাডেমিক উভয় ক্ষেত্রেই প্রতিটি শিক্ষার্থীর সামগ্রিক বিকাশকে উন্নীত করার জন্য শিক্ষকদের পাশাপাশি অভিভাবকদের সংবেদনশীল করে প্রতিটি শিক্ষার্থীর অনন্য ক্ষমতাকে স্বীকৃতি দেওয়া, চিহ্নিত করা এবং উৎসাহিত করার কথা বলা হয়েছে। শিক্ষা ব্যবস্থায় সমস্ত শিক্ষার্থীরা যাতে তাদের ক্ষমতা অনুযায়ী উন্নতি করতে সক্ষম হয় তা নিশ্চিত করার জন্য সমস্ত শিক্ষাগত সিদ্ধান্তের ভিত্তি হিসাবে পূর্ণ সমতা এবং অন্তর্ভুক্তির কথা বলা হয়েছে।

দ্য রাইটস অফ পার্সন উইথ ডিসেবিলিটিস অ্যাক্ট, ২০১৬ অনুযায়ী, বেঞ্চমার্ক প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুদের নিয়মিত বা স্পেশাল স্কুলে পড়ার পছন্দ থাকতে পারে। স্পেশাল এডুকেটরেরা রিসোর্স রুমগুলিতে ২১ ধরণের প্রতিবন্ধকতাযুক্ত বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের শিক্ষাগত চাহিদা পূরণ করার জন্য সহায়তা করবেন এবং গুরুতর ও বহুবিধ প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুদের গৃহভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণে সাহায্য করবেন। এর পাশাপাশি পিতামাতা / অভিভাবকদের দক্ষতা বৃদ্ধি করতেও সাহায্য করবেন। গুরুতর এবং বহুবিধ প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশু যারা স্কুলে যেতে অক্ষম তাদের জন্য গৃহভিত্তিক শিক্ষা একটি উপায় হিসাবে উপলব্ধ থাকার কথা এই আইনে বলা হয়েছে।

২০২৩ সালের রাজ্য শিক্ষা নীতিতে স্পষ্ট ভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে যারা গৃহভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে পড়াশোনা করছে তাদের সাধারণ বিদ্যালয়ের অন্য ছাত্রছাত্রীদের মত সমানভাবে মান্যতা দেওয়া হবে। এই নীতিতে গৃহভিত্তিক শিক্ষার দক্ষতা এবং কার্যকারীতার মূল্যায়ন করার উপরে জোর দেওয়া হয়েছে। প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষদের অধিকার আইনকে মাথায় রেখে গৃহভিত্তিক শিক্ষার একটা নির্দেশিকা তৈরী করার কথা বলা হয়েছে। এছাড়া গৃহভিত্তিক শিক্ষায় প্রযুক্তি ব্যবহারের কথাও বলা হয়েছে যা শিক্ষক-শিক্ষিকা, বাবা-মা এবং অভিভাবকদের শিশুকে শেখানোর ক্ষেত্রে সহায়তা করবে। তাদের শিখন চাহিদা পূরণ করার ক্ষেত্রে প্রযুক্তির ব্যবহার করার কথা বলা হয়েছে যা বাবা-মা, অভিভাবক এবং শিক্ষকদের শিশুকে শেখানোর ক্ষেত্রে সহায়তা প্রদান করবে। ২০২৩ সালে পশ্চিমবঙ্গ সমগ্র শিক্ষা মিশন গৃহভিত্তিক শিক্ষার একটি নির্দেশিকা প্রস্তুত করেছে এবং এই নির্দেশিকা অনুযায়ী গৃহভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা রূপায়ণের কাজ পশ্চিমবঙ্গের ২৪টি জেলায় শুরু হয়েছে।

প্রশিক্ষণ সহায়িকার উদ্দেশ্য

১। প্রতিটি বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুর ক্ষমতাকে চিহ্নিতকরণ, স্বীকৃতিদান, এবং তাকে উন্নতির জন্য উৎসাহিত করা।

২। সম্মানের সাথে বৈচিত্রতাকে গ্রহণ করার জন্য সচেতনতা বৃদ্ধি করা।

৩। শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত মানুষদের 'গৃহভিত্তিক শিক্ষা'র প্রয়োজনীয়তা এবং গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন করা।

৪। বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুর শিখন চাহিদা কীভাবে গৃহভিত্তিক শিক্ষাদান পদ্ধতির মাধ্যমে পূরণ করা যায় সে বিষয়ে শিক্ষক এবং স্পেশাল এডুকেটর/বিশেষ শিক্ষক-শিক্ষিকাদের দক্ষতা বৃদ্ধি করা।

৫। 'সকলের জন্য শিক্ষা' এই লক্ষ্যে পৌঁছতে এবং বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের শিক্ষা সুনিশ্চিত করতে এই প্রশিক্ষণ সহায়িকাটি একটি সাধন (Tool) হিসাবে কাজ করবে।

গৃহভিত্তিক শিক্ষা

ক। কী এবং কেন?

'Discovering New Paths to Inclusion - A Documentation of Home-based Practices for CWSN', নামে ২০০৬ সালের একটি রিপোর্টে [তথ্য সুত্রঃ "An Investigation in to the Implementation of "Home Based Education" for CWSN Provided By Inclusive Education Resource Persons of SSA in Mahabubnager District." *Sri.Shaik Liyakhath Ali, Lecturer & Deputy Educational Officer, Govt.DIET, Mettugadda, Mahabubnagar, Telangana State, India] বলা হয়েছে যে কোনো বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুর শিক্ষার অধিকারকে অবহেলা করা যাবে না এবং তাদের সর্বোত্তম পরিবেশে যা তাদের শেখার প্রয়োজনীয়তার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে, সেই পরিবেশের মধ্যেই তাদের শেখাতে হবে। অর্থাৎ আমরা বলতে পারি শিক্ষার জন্য সর্বোত্তম পরিবেশটা গুরুত্বপূর্ণ, সেটা বিদ্যালয় যেমন হতে পারে তেমনই গৃহ বা অন্যান্য বিকল্প ব্যবস্থাও হতে পারে।

যে ধরণের বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের 'গৃহভিত্তিক শিক্ষা' ব্যবস্থার মাধ্যমে শিক্ষাদান করতে হবে, তাদের বিবরণ সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছেঃ

১। গুরুতর এবং একাধিক প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশু যারা তাদের প্রতিবন্ধকতার কারণে এবং প্রতিদিন বিদ্যালয়ে আসতে পারে না।

২। বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশু যারা বিদ্যালয় ছুট হয়ে গেছে এবং যারা ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত কোন বিদ্যালয়ে নাম নথিভুক্ত করেনি, তারা বিশেষ প্রশিক্ষণ এবং গৃহভিত্তিক শিক্ষা গ্রহণ করার পরে তাদের বয়স অনুযায়ী উপযুক্ত শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।

৩। বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশু যারা স্পেশাল স্কুলে পড়াশোনা করতো কিন্তু এখন স্কুলে যাচ্ছে না এবং গৃহতেই থাকছে।

৪। বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশু যারা তাদের বাবা-মায়ের সাথে স্থানান্তরিত হয়ে গেছে এবং সেই জায়গায় কোন বিদ্যালয়ে নাম নথিভুক্ত করেনি।

৫। ১৮ বছর বয়সের পরে যেসব বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশু চিহ্নিত হয়েছে এবং যারা কোনদিন বিদ্যালয়ে যায়নি, তারা বিশেষ প্রশিক্ষণ এবং গৃহভিত্তিক শিক্ষা গ্রহণ করার পরে বৃত্তিমূলক শিক্ষার সাথে যুক্ত হতে পারে।

গৃহভিত্তিক শিক্ষার মাধ্যমে কার্যকরী শিক্ষা (Functional Education) তথা সামাজিক দক্ষতা, কারিগরি দক্ষতা, স্বাধীন ভাবে জীবন নির্বাহ করার দক্ষতা বৃদ্ধি করা সম্ভব।

খ। উদ্দেশ্য

- দ্রুত প্রতিবন্ধকতার চিহ্নিতকরণ এবং শিশুর সীমাবদ্ধতা ও শক্তির জায়গাগুলিকে শিশু এবং তার বাবা-মা, অভিভাবক ও প্রাথমিক পরিচর্যাকারীদের বুঝতে সাহায্য করা

- গৃহভিত্তিক শিক্ষার মাধ্যমে শিশুকে বিদ্যালয়ের জন্য এবং জীবনের জন্য প্রস্তুত করা
- গুরুতর প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুদের সামাজিক দক্ষতা, কারিগরী শিক্ষা এবং সর্বোপরি জীবন কুশলতা শিক্ষার জন্য বিকল্প পদ্ধতি রূপায়ণ করা
- গুরুতর প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুদের স্বাধীনভাবে জীবনধারণের দক্ষতা অর্জন করতে সাহায্য করা
- গৃহভিত্তিক শিক্ষার পরিকল্পনায়, হাতে-কলমে অভ্যাস করানোর ক্ষেত্রে এবং শিশুর অগ্রগতির মূল্যায়নে বাবা-মা, অভিভাবক ও প্রাথমিক পরিচর্যাকারীদের অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করা।

গ। সুবিধা

- গৃহভিত্তিক শিক্ষা পদ্ধতিতে দক্ষ বিশেষ শিক্ষক-শিক্ষিকাদের পাশাপাশি বাবা-মায়েরাও কার্যকরী শিক্ষক হয়ে ওঠেন। তার ফলে গৃহভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থাতে স্পেশাল এডুকেটর/বিশেষ শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং বাবা-মায়ের মধ্যে একটা পারস্পরিক বিশ্বাস ও আস্থার সম্পর্ক গড়ে ওঠে। যেটা গৃহভিত্তিক শিক্ষার মূল জায়গা।
- শিশুর সাথে যুক্তিসম্মত উপায়ে পরিবেশকে কাজে লাগিয়ে শিক্ষাদানের কারণে তার চাহিদা ও ক্ষমতাকে বুঝতে সুবিধা হয়। শিশু, শিক্ষক এবং পরিবারের মধ্যে একটা বোঝাপড়ার সম্পর্ক গড়ে ওঠে, যা শিশুকে এবং তার বাবা-মা ও অভিভাবকদের ইতিবাচক আচরণের দিকে নিয়ে যেতে সাহায্য করে।
- গৃহভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থায় বাবা-মায়েরা স্পেশাল এডুকেটর / বিশেষ শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সাথে প্রয়োজনীয় শিখন সাহায্যকারী উপকরণ ব্যবহারের মাধ্যমে, হাতে কলমে কাজ করার ফলে নিজেদের বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুর ক্ষমতা নির্ধারণ, সার্বিক বিকাশ ও উন্নতির সাক্ষী থাকেন ও সেই উন্নতির অংশীদার হতে পারেন।
- গৃহভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থায় বাবা-মা, ভাই বোন এবং প্রাথমিক যত্ন প্রদানকারীদের ভূমিকা অনস্বীকার্য। তাদের সদর্থক ভূমিকা ও দক্ষতার কারণে ১৮ বছর বয়সের পরে বিদ্যালয় বা স্পেশাল স্কুল যাওয়া বন্ধ হলেও ছেলেমেয়েদের শিখন প্রক্রিয়া এবং বিদ্যাভ্যাস চলতে থাকে।

ঘ। পদ্ধতি ও কৌশল

কোনো পরিকল্পনা বা প্রকল্পকে সার্থকভাবে বাস্তবায়িত করতে শুধুমাত্র সেই অংশটুকুকে আলাদা করে দেখলে হয়তো ভুল হবে। তার জন্য প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো, প্রশিক্ষণ ইত্যাদিকেও সমানভাবে গুরুত্ব দিতে হয়। গৃহভিত্তিক শিক্ষার সার্থক রূপায়ণেরজন্য নিম্নলিখিত পদ্ধতি ও কৌশল অবলম্বন করতে হবে :

- বিভিন্ন ধরণের শিশুদের বিবিধ শিখন চাহিদাকে মান্যতা, সম্মান এবং গুরুত্ব দিলে প্রতিটি শিশুই ‘গৃহভিত্তিক শিক্ষা’ ব্যবস্থাতে তাদের ক্ষমতা অনুযায়ী শিখতে পারবে।
- গৃহভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে সফল করতে বিশেষ ভাবে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত দক্ষ শিক্ষক-শিক্ষিকা প্রয়োজন।
- শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে যুক্ত সকল ব্যক্তিদের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি হলে, বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশু সহ বিভিন্ন অসুবিধায় থাকা এবং দূর্বল শ্রেণীতে থাকা শিশুর শিখন চাহিদার প্রতি তাদের ইতিবাচক মনোভাব গড়ে উঠবে।
- সব ধরণের শিখন পদ্ধতি শিশু কেন্দ্রীক হতে হবে।
- গৃহভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থাতেও প্রথাগত বিদ্যালয়, অপ্রথাগত বিদ্যালয় এবং মুক্ত বিদ্যালয়ের মত শিক্ষার গুণগত মানকে বজায় রাখতে হবে।

- বিদ্যালয়ভিত্তিক পাঠ্যক্রম গুরুতর প্রতিবন্ধকতাযুক্ত এবং বহুবিধ প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুদের জন্য সময় সাপেক্ষ এবং ওদের বোঝার ক্ষমতার বাইরে হতে পারে। সেই কারণে শিশুদের ক্ষমতা অনুযায়ী পাঠ্যক্রমটি সরল ও উপযোগী করে নেওয়া দরকার।

- গৃহভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা শিশুকে বাড়ির বাইরের পরিবেশে এবং বিদ্যালয়ে গিয়ে শেখার জন্য প্রস্তুত করে। গৃহে সে কিছু প্রথমিক দক্ষতা শিখবে যাতে বিদ্যালয়ে গিয়ে তার পড়াশোনা করতে সুবিধা হয়। বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থীও যে "কিছু পারে", "কিছু জানে" এটা প্রত্যক্ষ করার ফলে শিক্ষকদের মধ্যেও একটা ইতিবাচক মনোভাব তৈরি হয়। শ্রেনীকক্ষে সকলের সাথে মিলেমিশে পড়াশোনা করার ফলে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুরা দলগত শিখনের সুযোগ পায় এবং সকল শিশুদের মধ্যে বন্ধুত্ব হয়।

- গৃহভিত্তিক শিক্ষা চলাকালীন শিশুকে সপ্তাহে এক বা একাধিক দিন বিদ্যালয়ে নিয়ে যাওয়া যেতে পারে। এর ফলে তারা বিষয়ভিত্তিক ক্লাসগুলিতে অংশগ্রহণ করার সাথে সাথেই, অন্যান্য শিশুদের সাথে মিলে মিশে মিড ডে মিলের খাবার খেতে পারে বা কোনো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে যোগদান করতে পারে। নির্দিষ্ট পরিকল্পনার মাধ্যমে তাদের বিদ্যালয়ের অন্যান্য কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করানো যেতে পারে।

- গৃহের অভ্যন্তরীণ পরিকাঠামো, উপলব্ধ জিনিসপত্র এবং চার পাশের পরিবেশকে শিখন-শিক্ষণ-এর উপকরণ হিসাবে কাজে লাগাতে হবে।

- গৃহের যে অংশটিতে শিশুর সাথে শিখন-শিক্ষণ-এর কাজ করা হবে সেই অংশটি যেন আলো বাতাস পূর্ণ এবং বাধাবিহীন বা সহজগম্য হয়। শিশুর শিখন চাহিদা অনুযায়ী গৃহের পরিকাঠামো এবং আসবাবপত্রগুলিতে প্রয়োজনীয় সংশোধন বা পরিবর্তন করতে হবে।

- শিশুর শিখন চাহিদা অনুযায়ী কম খরচে শিখন সামগ্রী জোগাড় করতে বা তৈরী করতে হবে। এক্ষেত্রে দীর্ঘ স্থায়ী স্মৃতি এবং স্বল্প সময়ের স্মৃতির কথা মাথায় রেখে দুই ধরণের শিখন সামগ্রী ব্যবহার করা যেতে পারে। শিশুর মনে রাখার সুবিধার কথা ভেবে দীর্ঘ স্থায়ী স্মৃতি সংক্রান্ত শিখন সামগ্রীগুলি দেওয়ালে প্রদর্শন করে রাখা যেতে পারে।

- স্পেশাল এডুকেটর/বিশেষ শিক্ষক-শিক্ষিকা যখন শিশুর সাথে কাজ করবেন তখন বাবা মা বা প্রাথমিক যত্ন প্রদানকারী ব্যক্তি অবশ্যই উপস্থিত থাকবেন এবং পদ্ধতিটি শেখার চেষ্টা করবেন। শিশু কতটা পারছে বা কতটা পারছে না, কোথায় অসুবিধা হচ্ছে সে ব্যাপারেও খেয়াল রাখতে হবে।

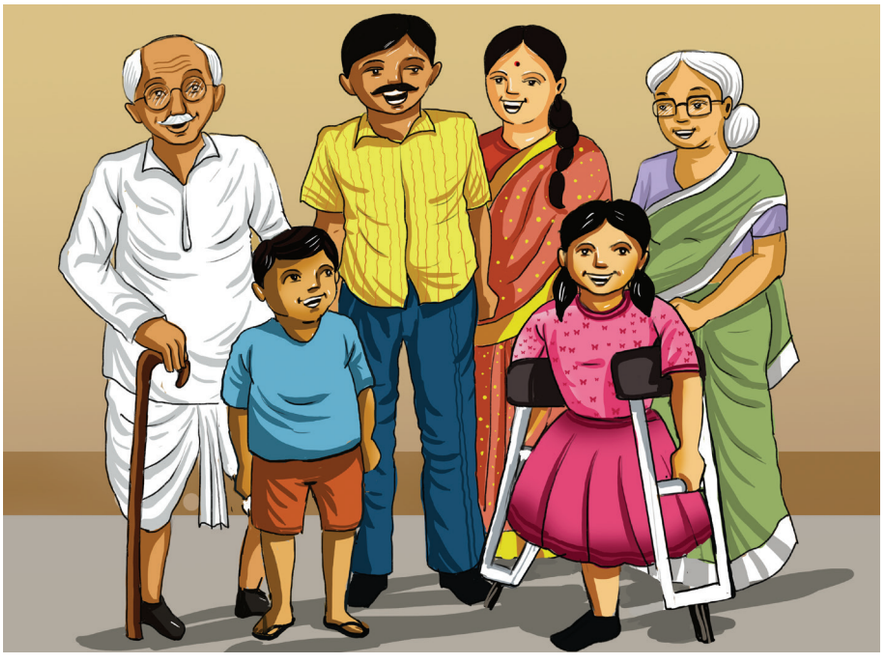

- বিভিন্ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বাবা-মা / অভিভাবকদের দক্ষতা বৃদ্ধি করতে হবে যাতে তারা তাদের শিশুর চাহিদা অনুযায়ী গৃহভিত্তিক শিক্ষার পরিকল্পনা করা থেকে শুরু করে, সেই পরিকল্পনার বাস্তবায়ণ, মূল্যায়ন ইত্যাদি প্রতিটি স্তরেই তাদের প্রতিক্রিয়া, অনুভব ও পর্যবেক্ষণ জানাতে পারেন।

- গৃহভিত্তিক শিক্ষা পদ্ধতি বাস্তবায়ণ করার ক্ষেত্রে শিশুদের যত্ন ও নিরাপত্তাকে সব সময় অগ্রাধিকার দিতে হবে।

- অন্যান্য শিশুদের মত গুরুতর ও বহুবিধ প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুদের জন্যও সৃজনশীল কাজ সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ সৃজনশীল কাজের উপকরণগুলি ব্যবহার করার মধ্য দিয়ে সুক্ষ্ম পেশী সঞ্চালনের দক্ষতা বাড়ানোর চেষ্টা করা যেতে পারে। ছবি বা কোনো বস্তুতে রঙ করার সময়, আঠা নিয়ে কাজ করার সময় বা ছোট ছোট করে কাগজ কাটার মত কাজের মধ্য দিয়ে এটা সম্ভব হতে পারে।

এটা এমন একটা প্রক্রিয়া যেখানে নানান রঙের কারণে শিশুরা আনন্দের সাথে অংশগ্রহণ করতে পারে। শিশুরা নিজেদের করা সৃজনশীল কাজ নিয়ে সাধারনত কথা বলতে বা অন্যভাবেও যোগাযোগ করতে চায়। 'এটা কী এঁকেছো? বা এটা কী করেছো? এটা কী রঙ ইত্যাদি জানার চেষ্টা করার মধ্য দিয়ে শিশুর সাথে যোগাযোগ বাড়ানো যেতে পারে। শিশুটি কথা বলার মাধ্যমে বা ইশারা করে উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করতে পারে। এই প্রক্রিয়াতে যোগাযোগ করার দক্ষতা বৃদ্ধি পেতে পারে।

বিভিন্ন সৃজনশীল শিখন-শিক্ষণ সামগ্রী শিশুকে সঙ্গে নিয়ে তৈরি করা এবং তা ব্যবহার করে আনন্দদায়ক শেখার পরিবেশ সৃষ্টি করা যায়। শিশুদের মনোজগতে নানা কিছু চলে হয়তো তারা সবটা বুঝিয়ে বলতে পারেনা। বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুরা এই ব্যাপারে আরও পিছিয়ে। সৃজনশীল কাজ তাদের নিজেদের মনের ভাব প্রকাশ করতে এবং সৃজনশীল হয়ে উঠতে সাহায্য করে।

বাবা-মা বা পরিবারের অন্যান্য সদস্যেরা অনেক সময় বুঝে উঠতে পারেন না গুরুতর প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুদের সাথে কীভাবে সময় কাটাবেন, কীভাবে তাদের ব্যস্ত রাখবেন বা কীভাবে তাদের সাথে যোগাযোগ করবেন। সৃজনশীল কাজ তার জন্য একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হতে পারে।

উপকরণ যে সব সময় কিনতে হবে এমন নয়। চারপাশের পরিবেশ থেকে রঙ সহ নানা উপকরণ সংগ্রহ করা যেতে পারে। সৃজনশীল কাজের জন্য রঙ, তুলি, মাটি, শুকনো পাতা-ফুল, পুরানো জামা-কাপড়ের টুকরো ইত্যাদী ব্যবহার করা যেতে পারে।

গুরুতর ও বহু প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুদের শিক্ষাদানের সময় নিম্নলখিত বিষয়গুলি নিশ্চিত করতে হবে :

- শিশুর সাথে কাজ শুরু করার সময়, প্রথমে তার ও তার পরিবারের সম্পর্কে বিশদে জানা প্রয়োজন (Child History and Family History) যা শিশুর সাথে ধারাবাহিকভাবে কাজ করার ক্ষেত্রে সাহায্য করবে।

- শিশুর সাথে কাজ শুরু করার জন্য শিশু কী কী পারছে এবং তাকে কী কী শিখতে হবে সে সম্পর্কে একটি মূল্যায়ন হওয়া প্রয়োজন। তার উপর ভিত্তি করে একটা স্বচ্ছ পরিকল্পনা তৈরি করতে হবে। মূল্যায়ন ও পরিকল্পনা দুটি ক্ষেত্রেই বাবা-মা ও পরিবারের সকলের সাহায্য ও অংশগ্রহণ দরকার। শিশুর মূল্যায়নের জন্য তার বয়স ও প্রতিবন্ধকতার প্রকার অনুযায়ী মূল্যায়ন পত্র বা অ্যাসেসমেন্ট ফর্ম ব্যবহার করা যেতে পারে।

- প্রথম মূল্যায়নটির উপরে ভিত্তি করে ও বাবা-মার সাথে আলোচনা করে স্পেশাল এডুকেটর/বিশেষ শিক্ষক-শিক্ষিকা প্রতিটি শিশুর জন্য একটি স্বতন্ত্র শিখন পরিকল্পনা (Individual Education Plan—IEP) তৈরি করবেন।

- শিশুর প্রয়োজন অনুযায়ী তার শারীরিক ও মানসিক বিকাশের জন্য কোনো সহায়ক যন্ত্রাদি (হুইল চেয়ার, ক্রাচ, কানের মেশিন, সাদা ছড়ি ইত্যাদি) দরকার কি না সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। শিশুটি যাতে তার প্রয়োজনীয় সহায়ক যন্ত্র পেতে পারে এবং ব্যবহার করতে শেখে তা দেখতে হবে।

- গৃহভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থায় শিশুদের সাথে শিখন-শিক্ষণ কাজ শুরু করার আগে শ্রেনীকক্ষের মতোই কিছু নিয়ম বা Ground rule ঠিক করে নেওয়া উচিত। যেমন কাজ চলাকালীন নিয়মিত একটা নির্দিষ্ট জায়গায় বসা, শোনা, নির্দেশ পালন করা বাবা-মার অংশগ্রহণ, বাড়িতে নিয়মিত অভ্যাস ইত্যাদি। এগুলি শেখাতে বা অভ্যাস করতে বেশ কিছুটা সময় লাগবে। কিন্তু নিয়মগুলি ঠিক হয়ে গেলে শেখানোর কাজটা অনেকটা সহজ হয়ে যাবে।

- প্রত্যেক শিশুর IEP বা স্বতন্ত্র শিখন পরিকল্পনাটি নির্দিষ্ট সময়সীমার (সাধারনতঃ ত্রৈমাসিক পরিকল্পনা করা হয়ে থাকে) জন্য হবে এবং তার মূল্যায়ন করে অর্থাৎ শিশুটি কতটা শিখতে পেরেছে তার উপর ভিত্তি করে পরবর্তী পরিকল্পনা করতে হবে।

- শিশুদের ক্ষমতা অনুযায়ী পাঠ্যক্রমটি সরল করে, উপযোগী করে নেওয়া দরকার। বাস্তব বা মূর্ত বিষয় থেকে শুরু করে বিমূর্ত বিষয় (Abstract) অর্থাৎ যা অনুভব করতে কল্পনার আশ্রয় নিতে হয় তেমন বিষয়ে যাওয়া যেতে পারে। যেমন কবিতা অনেক সময় বুঝতে অসুবিধা হতে পারে। তাই ঘটনা বা গল্প থেকে শুরু করা যেতে পারে। পাঠ্যক্রম এমন হবে যা শিশুসহ বাবা-মা, প্রাথমিক যত্ন প্রদানকারী এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের পক্ষে অনুধাবন করা এবং অভ্যাস করা সম্ভবপর হবে।

- শিখন-শিক্ষণ কাজ শুরু করার সময় শিশুর প্রতিবন্ধকতার প্রকারটি মাথায় রেখে উপযুক্ত শিখন পদ্ধতিটি ব্যবহার করতে হবে। যেহেতু, অনেক শিশুর ইন্দ্রিয়জনিত প্রতিবন্ধকতা থাকে তাই প্রয়োজন অনুযায়ী সব ইন্দ্রিয়কে কাজে লাগিয়ে বা নানাধরণের যোগাযোগের মাধ্যমকে কাজে লাগিয়ে যেন শিশুটি শিখতে পারে এমন পরিকল্পনা করতে হবে।

- বিদ্যালয়ের মতোই গৃহভিত্তিক শিক্ষা পদ্ধতিতেও শিক্ষণ-শিখন উপকরণের (Teaching Learning Materials) ব্যবহার খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই উপকরণগুলি প্রয়োজন অনুযায়ী বাড়ি ও চারপাশের পরিবেশে পাওয়া যায় এমন সহজলভ্য জিনিস দিয়ে স্পেশাল এডুকেটর/বিশেষ শিক্ষক-শিক্ষিকা ও পরিবারের সকলে মিলেমিশে তৈরী করতে পারেন।

- স্পেশাল এডুকেটর/বিশেষ শিক্ষক-শিক্ষিকা কিছু ওয়ার্ক শীট (work sheet) তৈরি করে বাবা-মায়েদের দিতে পারেন। শিশুকে এবং বাবা-মায়েদের বুঝিয়ে দিতে হবে যে তাঁর অনুপস্থিতির দিনগুলিতে বাবা-মা ওয়ার্ক শীট ব্যবহার করে কীভাবে শিশুকে অনুশীলন বা অভ্যাস করাবেন।

- প্রত্যেকটি পরিকল্পনার সময়সীমা অতিক্রম হওয়ার পর যখন পরবর্তী পরিকল্পনা করা হবে তখন শিক্ষার্থীদের এবং তাদের পরিবারের প্রতিক্রিয়া জানা প্রয়োজন।

- শিশুকে পাঠ্যক্রম ও জীবন কুশলী শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়গুলি বোঝানোর জন্য প্রযুক্তির সাহায্য নেওয়া প্রয়োজন। প্রযুক্তির ব্যবহার বিভিন্ন ধরণের শিখন শৈলীকে (দেখে শেখা, শুনে শেখা, স্পর্শের মাধ্যমে শেখা ইত্যাদি) শিশুদের কাছে পৌঁছে দেয় এবং শিশুদের নতুন কিছু শেখার জন্য উৎসাহিত করে।

গুরুতর এবং বহুবিধ প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুদের জন্য কার্যক্রমকে নিম্নলিখিত কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে।

১। **দৈনন্দিন জীবন নির্বাহে স্বাবলম্বী হয়ে ওঠার জন্য কাজকর্ম শেখানো বা ADL (Activities of Daily Living)—** নিজের যত্ন নেওয়া এবং নিজেকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য যে সব কাজ যেমন নিজে নিজে দাঁত ব্রাশ করা, স্নান করা, নিজেকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা, শৌচালয়ে গিয়ে পায়খানা-প্রস্রাব করা,

পায়খানা করার পর নিজেকে পরিষ্কার করা, শৌচালয়কে পরিষ্কার রাখা, জামাকাপড় পরতে পারা, চুল আঁচড়ানো, নিজে নিজে খাবার ও জল খাওয়া ইত্যাদি শেখানো। দৈনন্দিন কাজকর্ম শেখার মধ্য দিয়ে শিশুদের ইন্দ্রিয়গুলি অর্থাৎ দেখা, শোনা, স্পর্শ করা, গন্ধ এবং স্বাদ নেওয়ার বিকাশ ঘটে। দৈনন্দিন জীবন নির্বাহের কাজগুলি শিখে নিলে শিশু নিজেকে একজন দায়িত্বশীল, স্বাধীন এবং সশক্ত নাগরিক হিসাবে তুলে ধরতে পারে। গুরুতর এবং বহুবিধ প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুদের মধ্যে সকলেই হয়তো কাজগুলি শিখে উঠতে পারবে না, সারাজীবন যত্ন প্রদানকারীর সাহায্য লাগবে। কিন্তু নিয়মিত অভ্যাসের ফলে কাজগুলি করার সময় শিশুটি প্রাথমিক যত্ন প্রদানকারীর সাথে সহযোগিতা করবে। ফলে দৈনন্দিন কাজগুলি সঠিক সময়ে সহজে হবে।

২। **কার্যকরী শিক্ষা (Functional literacy)**—সাধারন বই পড়তে পারা, লিখতে পারা এবং অঙ্ক করতে পারা। দৈনন্দিন জীবনে কাজে লাগবে এমন বিষয়ের উপরে জোর দিতে হবে যেমন ঘড়ি দেখা, ক্যালেন্ডার দেখা, দোকান-বাজার করা, টাকার হিসাব করা ইত্যাদি।

৩। **গৃহস্থালির দক্ষতা**—ঘরের কাজ যেমন সব্জীর খোসা ছাড়ানো, সব্জী কাটা, রান্না করা, জামাকাপড় কাচা ও শুকোতে দেওয়া, জামাকাপড় ভাঁজ করে রাখা, ঘর পরিষ্কার করা ইত্যাদি।

৪। **খেলাধুলা, অবসর যাপন ও বিনোদনের দক্ষতা**—শিশুর ক্ষমতা অনুযায়ী সে খেলাতে কতটা অংশগ্রহণ করতে পারছে তার উপরে ভিত্তি করে সে কোন কোন খেলাতে অংশ নেবে এবং তার জন্য কী কী উপকরণ লাগবে তার ব্যবস্থা করা। পরিবারের সদস্যদের সাথে ঘরের ভিতরে ক্যারম, লুডো ইত্যাদি খেলাতে অংশগ্রহণ করতে পারে। ঘরের বাইরে যে সব খেলা হয় যেমন ক্রিকেট, ফুটবল ইত্যাদি, শিশুর সক্ষমতা অনুসারে পরিবারের সদস্যদের এবং বন্ধুদের সাথে খেলা বা অন্যদের খেলতে দেখে উপভোগ করার ব্যবস্থাও করা যেতে পারে।

৫। **ছবি আঁকা বা অন্যান্য সৃজনশীল কাজ**— শিশুর পছন্দ এবং উৎসাহ অনুযায়ী তাকে বিভিন্ন ধরণের হাতের কাজ শেখানো যেতে পারে। অনেক শিশুই ছবি আঁকতে বা রঙ করতে ভালবাসে। পড়াশোনার সাথে সাথে সকল শিশুকে তার পছন্দের কাজগুলি তার ক্ষমতা অনুযায়ী শেখার ও অনুশীলন করার সুযোগ দেওয়া উচিত যা তার সার্বিক বিকাশের ক্ষেত্রে সহায়ক হবে। সাধারণভাবে সকল শিশুর সাথে কাগজ বা ছবি কাটা, আঠা দিয়ে কাগজ আটকানো, হিজিবিজি কাটা, ছবি রঙ করা, মাটি বা কাগজ দিয়ে কিছু বানানো ইত্যাদি শুরু করা যেতে পারে।

৬। **কারিগরি শিক্ষার আগের স্তর**—১৪-১৫ বছরের পর থেকেই ক্ষমতা অনুযায়ী বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের পড়াশোনার সাথে সাথে কারিগরি শিক্ষার লক্ষ্যে অল্প বিস্তর দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ দেওয়া যেতে পারে। সেলাই করতে শেখা, স্কেল ও ফিতা ব্যবহার করে কোনো কিছু মাপতে শেখা, কাঠের কাজ শেখা বা মেরামতির কাজ শেখা, বেসিক কম্পিউটার শেখা, চা করতে পারা, গাছ লাগানো ইত্যাদি।

গৃহভিত্তিক শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের সাথে কাজ করার সময় নিম্নলিখিত বিষয়গুলি মনে রাখা প্রয়োজন:

কী করতে হবে	কী করা যাবে না
শিশুদের নাম ধরে ডাকতে হবে	তার প্রতিবন্ধকতাকে ধরে ডাকা
একই বিষয় বার বার শেখানোর জন্য সময় দিতে হবে	শিশু পুরানো বিষয় যা পড়ানো হয়েছিল বা শিখে গিয়েছিল তা মনে করতে না পারলে তাকে নিরুৎসাহিত করা। "তোমার দ্বারা কিছু হবে না" "তুমি কিছুই শিখতে পারো না" "তোমাকে শেখাতে গিয়ে শুধু সময় নষ্ট হচ্ছে" এই ধরণের মন্তব্য করে তাকে মানসিক নির্যাতন দেওয়া । অন্য শিশুর সাথে তুলনা করা
শিশুদের শেখানোর উপযুক্ত শিখন সামগ্রী ও ব্যবহারিক নির্দেশ বাবা-মা বা প্রথমিক যত্ন প্রদানকারীকে দিতে হবে যাতে তারা গৃহে অভ্যাস করাতে পারেন।	যদি কোনো শিশু না শিখতে পারে, বা এমনও হতে পারে শিশু কোনোরকম প্রত্যুত্তরই দিতে পারছে না, তাহলেই হাল ছেড়ে দিয়ে শেখানো বন্ধ কোরে দেওয়া। শিশুর না পারা কে বা অক্ষমতাকে বড় করে দেখে শেখাতে সংকোচ বোধ করা।
প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুদের দ্রুত চিহ্নিত করার জন্য খুব সাবধানতার সাথে পর্যবেক্ষণ করতে হবে, এবং সেই অনুযায়ী কীভাবে তার সাথে কাজ করা হবে তার সঠিক পরিকল্পনা করতে হবে। মাঝে মাঝে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নিতে হবে।	শিশুর শেখার অগ্রগতি আশানুরূপ না হলে, তাকে অবহেলা করা। কেন অগ্রগতি হচ্ছে না তা পর্যালোচনা না করা। প্রয়োজনে শেখানোর প্রক্রিয়াতে পরিবর্তন না আনা। বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ না নেওয়া।
বাবা মা বা যারা শিশুকে কোনো কিছু শেখানোর কাজে যুক্ত তাদের আগে থেকেই জানিয়ে রাখা দরকার শিশুর কিন্তু শিখতে দেরী হতে পারে।	শিশুর না শিখতে পারার জন্য বাবা মা কে দায়ী করা। আলোচনার ভিত্তিতে নতুন প্রক্রিয়া খোঁজার চেষ্টা না করা।
বাবা-মা এর সাথে নিয়মিত যোগাযোগের মাধ্যমে, শিশুর ক্ষমতা এবং চাহিদা বাবা-মাকে বুঝতে সাহায্য কর্রা যাতে তারা শিশুকে যথাযথ ভাবে সাহায্য করতে পারেন।	স্পেশাল এডুকেটর/ বিশেষ শিক্ষক-শিক্ষিকা, বাবা-মা/প্রাথমিক যত্ন প্রদানকারী এবং বিভিন্ন থেরাপিস্ট যিনি সেই শিশুর সঙ্গে কাজ করেন প্রত্যেকের একসাথে আলোচনা না করা।

অন্যান্য প্রয়োজন

গৃহভিত্তিক শিক্ষার ক্ষেত্রে শুধুমাত্র শেখার প্রতি নজর দেওয়া হবে এমন নয়। শিশুর অন্যান্য প্রয়োজনগুলির দিকেও সমানভাবে নজর দেওয়া দরকার। যেমন শিশুর কোনো ধরণের থেরাপীর প্রয়োজন থাকলে তার জন্য বাবা-মায়ের সাথে আলোচনা করে তার ব্যবস্থা করা। কিছু বিশেষ ধরণের প্রতিবন্ধকতার বিশেষ ধরণের কাজ করার দরকার হতে পারে। যেমন যাদের কানে শোনা ও কথা বলার অসুবিধা আছে তাদের ভারতীয় ইশারার ভাষা শেখানো, যাদের চোখে দেখার অসুবিধা আছে তাদের ব্রেইল শেখানো, শারীরিক অঙ্গভঙ্গি, ইশারা, চিহ্ন দিয়ে বা কমিউনিকেশন বোর্ডের মাধ্যমে যোগাযোগ করতে শেখানো (Alternative Augmentative Communication—AAC) ইত্যাদি। অটিজম আছে এমন শিশুদের সেনসরি ইন্টিগ্রেশনের কাজ করানো, বাবা-মা কে সেই কাজ বোঝানো এবং শিশুকে অভ্যাস করানোর জন্য প্রস্তুত করা প্রয়োজন।

বিভিন্ন প্রকল্পে এবং আইন অনুসারে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের কিছু সুবিধা প্রাপ্য। তার জন্য প্রতিবন্ধকতা শংসাপত্র (Disability Certificate) এবং প্রতিবন্ধী কার্ড (Disability ID Card) থাকা প্রয়োজন। কীভাবে প্রতিবন্ধকতা শংসাপত্রের জন্য আবেদন করতে হবে, কীভাবে প্রতিবন্ধী কার্ড পাওয়া যাবে সেই ব্যাপারে বাবা-মা এবং অভিভাবকদের তথ্য দিয়ে সহায়তা করতে হবে। গৃহভিত্তিক

শিক্ষা ব্যবস্থার অন্তর্গত বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের সমাজ কল্যাণ দপ্তর ও শিক্ষা দপ্তরের প্রকল্পগুলির সাথে যুক্ত করার জন্য বাবা-মা এবং অভিভাবকদের সহায়তা করতে হবে।

এছাড়াও শিশু প্রতিষেধক টীকা যথাযথ ভাবে পাচ্ছে কিনা, শিশুকে পুষ্টিকর খাবার খাওয়ানো হচ্ছে কিনা সেই দিকেও নজর রাখা প্রয়োজন। প্রয়োজনে অঙ্গনওয়ারী কেন্দ্র এবং বিদ্যালয়ের মিড ডে মিল প্রকল্পের সাথে যুক্ত করতে হবে। কীভাবে কম খরচে পুষ্টিকর খাবার খাওয়ানো যেতে পারে সে ব্যাপারে স্পেশাল এডুকেটর/বিশেষ শিক্ষক-শিক্ষিকা বাবা-মায়েদের সচেতন করবেন।

শিশুটি বয়ঃসন্ধিতে থাকা মেয়ে হলে তার ঋতুকালীন পরিচ্ছন্নতার বিষয়টিতেও নজর দেওয়া প্রয়োজন। পরিবারের সদস্যদের বিশেষত মহিলা সদস্যদের বিভিন্ন পোস্টার ও ছবি দেওয়া পুস্তিকা দেখিয়ে ঋতু কী, কেন হয়, কীভাবে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন কিশোরীদের ঋতুকালীন পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা শেখানো যায়, কীভাবে স্যানিটারী প্যাড ব্যবহার করা যায় ইত্যাদি বিষয়ে তথ্য দিতে হবে যাতে তারা বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন কিশোরীদের এই ব্যাপারে স্বাবলম্বী করে তুলতে সহায়তা করতে পারেন।

স্পেশাল এডুকেটর/বিশেষ শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ভূমিকা ও দায়িত্ব

গুরুতর অর্থাৎ খুব বেশী মাত্রায় প্রতিবন্ধকতা আছে এবং বহুবিধ প্রতিবন্ধকতা আছে এমন শিশু যারা বিদ্যালয়ে যেতে সক্ষম নয়, তাদের জন্য 'গৃহভিত্তিক শিক্ষা' ব্যবস্থা একটা বিকল্প উপায়। 'গৃহভিত্তিক শিক্ষা' ব্যবস্থার অন্তর্গত শিক্ষার্থীদেরও সাধারণ বিদ্যালয়ের অন্যান্য ছাত্রছাত্রীদের সমকক্ষ হিসাবে মান্যতা দিতে হবে।

- ☑ গৃহভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থার সার্থক রূপায়ণের জন্য ব্লক স্তরে স্পেশাল এডুকেটরের কাজের এলাকার মধ্যে কতজন এমন শিশু আছে যাদের 'গৃহভিত্তিক শিক্ষা' ব্যবস্থাতে যুক্ত করা যেতে পারে, তার সঠিক পরিসংখ্যান থাকতে হবে।
- ☑ এলাকার প্রতিটি গৃহ পরিদর্শন করে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের যত দ্রুত সম্ভব চিহ্নিত করতে হবে। অনেক সময় তথ্য ও অভিজ্ঞতার অভাবে বাবা-মায়েরা বা পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা শিশুর মধ্যে প্রতিবন্ধকতা থাকলেও বুঝতে পারেন না। কিছু সময় বাবা-মায়েরা মানতে চান না যে তাদের সন্তান প্রতিবন্ধকতাযুক্ত হতে পারে। মনে করেন কিছুদিন পরে হয়তো ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু শিশুদের যত দ্রুত চিহ্নিত করা যাবে, তত দ্রুত তাদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দিয়ে দৈনন্দিন কাজকর্ম শিখিয়ে স্বাবলম্বী করে তোলা সহজ হবে।
- ☑ গৃহভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা শুরু করার আগে বাবা-মা এবং/অথবা প্রাথমিক যত্ন প্রদানকারী ব্যক্তিকে এই কার্যক্রম সম্পর্কে সঠিক তথ্য দিয়ে, তাদের অনুমতি নেওয়া আবশ্যিক।
- ☑ স্থানীয় বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী হিসাবে শিশুটির নাম নথিভুক্ত করতে হবে। বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে জানাতে হবে যে শিশুটি গৃহভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে যুক্ত।
- ☑ শিক্ষাবর্ষ শুরু হওয়ার আগে "গৃহভিত্তিক শিক্ষাতে কী কী বিষয় পড়ানো হবে, কী কী শিখবে, কী ধরণের শিখন সামগ্রী বা উপকরণ প্রয়োজন হবে, প্রতিটি ছাত্রছাত্রীর কীভাবে মূল্যায়ন করা হবে তার পরিকল্পনা করে রাখতে হবে।
- ☑ প্রতিটি শিশুর জন্য একটি স্বতন্ত্র শিখন পরিকল্পনা (Individual Education Plan- IEP) থাকতে হবে এবং মূল্যায়ন করতে হবে।
- ☑ প্রতিটি শিশুর গৃহে কতবার যাওয়া হবে এবং কীভাবে পরিষেবা দেওয়া হবে তাও সেই পরিকল্পনাতে থাকতে হবে।
- ☑ প্রতিটি গৃহের জন্য গৃহভিত্তিক শিক্ষা প্রদানের দিন এবং রিসোর্স রুমে নিয়ে গিয়ে প্রয়োজনীয় থেরাপী দেওয়ার দিনের যথাযথ দিনলিপি বা রুটিন লিখিত থাকতে হবে।

- ☑ বাবা মা শিশুর শিখন চাহিদা এবং শেখার অগ্রগতির উপর নির্ভর করে স্পেশাল এডুকেটর/বিশেষ শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সাহায্যে স্বতন্ত্র শিক্ষার পরিকল্পনাতে কিছু পরিবর্তন করতে পারেন। কিন্তু মনে রাখতে হবে তা যেন অবশ্যই শিশুর শেখার অনুসারী হয়।

- ☑ বাবা-মা বা প্রাথমিক যত্ন প্রদানকারী যিনি বা যাঁরা শিশুটিকে শেখানোর দায়িত্বে থাকবেন তারা শিখন সামগ্রীগুলি ব্যবহার করবেন। সুতরাং সেগুলি তাঁদের কাছে দিয়ে রাখতে হবে।

- ☑ ফিজিও থেরাপি, স্পীচ থেরাপি, মানসিক স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান বা অন্যান্য পরিষেবা গ্রহণ করার জন্য অভিভাবকেরা কোথায় যোগাযোগ করবেন সেই তথ্য স্পেশাল এডুকেটর / বিশেষ শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সংগ্রহ করে রাখতে হবে।

- ☑ এলাকার মধ্যে যদি এমন কোনো বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ব্যক্তি থাকেন যিনি নিজে তার প্রতিবন্ধকতার বাধা পেরিয়ে মর্যাদাপূর্ণ ভাবে কিছু করে দেখাতে পেরেছেন, অন্যের উপর নির্ভরশীল না হয়ে নিজে স্বাবলম্বী হয়েছেন এবং অন্যের দায়িত্ব নিতে পারছেন, তার সাথে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ছাত্রছাত্রীদের দেখা করানো এবং কথা বলার সুযোগ করে দেওয়া যেতে পারে যাতে তারাও অনুপ্রাণিত হয়। বিদ্যালয়গুলি এই ধরণের উদ্যোগ নিতে পারে। গৃহভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে থাকা শিশুকেও সেই উদ্যোগে সামিল করতে হবে। সাধারণত বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের ভাবতে শেখানো হয় যে তারা কিছু করতে পারবে না, অন্যের উপর নির্ভর করে তাদের জীবন কাটাতে হবে। তার ফলে তাদের আত্মবিশ্বাস কমে যায়। কিন্তু স্বনির্ভর বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন মানুষদের দেখলে তাদের আত্মবিশ্বাস ফিরে আসবে।

শিশুর অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করতে স্পেশাল এডুকেটর/বিশেষ শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ভূমিকা

সাধারণভাবে শিশুদের অধিকারকে সেরকম ভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয় না। শিশু যদি প্রতিবন্ধকতাযুক্ত হয়ে থাকে, বেশীরভাগ ক্ষেত্রে তার কোনো অধিকার আছে বলেই মনে করা হয় না। সেখানে অংশগ্রহণের অধিকার সুনিশ্চিত করা আরও কঠিন। পরিবারের একজন সদস্য হয়েও পরিবারের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে, কাজে কর্মে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুটির অংশগ্রহণের কথা মনে থাকে না। তাকে বাদ দিয়েই পরিকল্পনা করা হয়ে যায়। অনেক সময় "ও তো কিছুই পারে না" এই যুক্তিতে বাদ দেওয়া হয়। আবার অনেকের সামনে তাদের নিয়ে এলে অস্বস্তির কারণ হতে পারে, এই ভাবনা থেকেও তাকে অংশগ্রহণ থেকে বিরত রাখা হয়। এই নেতিবাচক ভাবনা বা অভ্যাস থেকে বেরিয়ে আসার জন্য কিছু বিশেষ বিষয়ের উপরে মনোযোগ দেওয়া যেতে পারে। যেমন-

- শিশু বুঝতে পারুক বা না পারুক, শিশুর সামনে কারোর সাথে সে কী কী পারে না তাই নিয়ে আলোচনা না করা।
- শিশু কী কী করতে পারে, অন্যদের কীভাবে সাহায্য করতে পারে তা এলাকার মানুষদের এবং পরিবারের সদস্যদের জানানো।
- দৈনন্দিন কাজকর্মে শিশুদের মতামত নেওয়ার জন্য বাবা-মাকে প্রস্তুত করা। তাহলে শিশুদের মতামত নেওয়ার এবং দেওয়ার অভ্যাস তৈরী হতে পারে।
- শিশু যদি নিজের কাজগুলি নিজে নিজে করতে পারে,

সেটা তার আত্মসম্মান বাড়ায়। সুতরাং শিশুকে, তার ক্ষমতা অনুযায়ী, দৈনন্দিন কাজকর্মে স্বাবলম্বী করে তোলাটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দৈনন্দিন কাজকর্মগুলিকে ছোট ছোট অংশে ভাগ করে শেখানো যেতে পারে। তাহলে বাবা-মা এবং শিশু উভয়েরই মনে হবে তারা কিছু শেখাতে এবং শিখতে পারছে। যা পরবর্তী বিষয়গুলি শিখতে ও শেখাতে উৎসাহী করবে।

- পরিবারের সকলে একসাথে যখন কোনো কিছু কাজ করে বা আনন্দ করে তখন তাদের সাথে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুটির উপস্থিতি সুনিশ্চিত করা।
- শিশুটি যেন পরিবারের অন্য শিশুদের সাথে সময় কাটায় ও খেলে তা সুনিশ্চিত করা।
- মেলা বা কোনো উৎসব যা স্থানীয়ভাবে পালিত হয় বা কোনো ধর্মীয় অনুষ্ঠান বা পারিবারিক অনুষ্ঠানে শিশুকে নিয়ে যাওয়া এবং ওর ক্ষমতা অনুযায়ী বিভিন্ন কাজের দায়িত্ব দেওয়া যেতে পারে।
- শিশুকে বিভিন্ন জায়গা যেমন বাজার, দোকান, পার্ক, খেলার মাঠ, বিদ্যালয়, আত্মীয়ের গৃহে নিয়ে যাওয়ার জন্য বাবা-মা কে উৎসাহিত করা। কারণ তা শিশুকে সামাজিক আচার-আচরণ ও ব্যবহার শিখতে সাহায্য করবে।
- যখন বাবা-মা বা প্রাথমিক যত্ন প্রদানকারীদের সাথে আলোচনা করে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে হবে, সেখানে শিশুদেরও অংশগ্রহণ ও মতামত প্রকাশ করার সুযোগ দিতে হবে।
- শিশুদের সাথেও তাদের ভবিষ্যৎ বা আগামী জীবন কেমন হবে, তারা বড় হয়ে কী করতে চায় ইত্যাদি বিষয়ে একদম প্রাথমিক স্তরে হলেও আলোচনা শুরু করতে হবে।

বাবা-মা এবং পরিবারের সদস্যদের জন্য পরামর্শ ও সহায়তা

'গৃহভিত্তিক শিক্ষা' ব্যবস্থাতে বাবা-মা, ভাই-বোন, প্রাথমিক যত্ন প্রদানকারী ব্যক্তিদের মাধ্যমে শেখানোর কাজটি এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়ে থাকে। যেহেতু বাবা-মা বা প্রাথমিক যত্ন প্রদানকারী শিশুর সঙ্গে বেশী সময় কাটান, সেই সময়টি তারা কীভাবে ইতিবাচকভাবে কাজে লাগাতে পারেন সেই বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া প্রয়োজন। স্বতন্ত্র শিখন পরিকল্পনা অনুযায়ী কীভাবে নিজের শিশুকে শেখাবেন এবং কাজটি করতে গিয়ে কোথায় কোথায় অসুবিধা হচ্ছে, তা নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা জরুরী। স্পেশাল এডুকেটররা শিশুর সাথে হাতে কলমে কাজ করার মাধ্যমে বাবা-মা, ভাই-বোন ও প্রাথমিক যত্ন প্রদানকারী ব্যক্তিদের দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করবেন।

শিশুটির সাথে কাজ চলাকালীন, গৃহভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থায় শিখন পদ্ধতি কী নেওয়া হচ্ছে, কীভাবে শিশুর অগ্রগতির জন্য চেষ্টা করা হচ্ছে, পাঠ্যক্রমের প্রয়োজনীয় পরিবর্তন কীভাবে করা যেতে পারে, শিখন সামগ্রী কিভাবে প্রস্তুত করতে হবে, সেই ব্যাপারে শিশুর বাবা-মা, ভাই-বোন ও প্রাথমিক যত্ন প্রদানকারীদের সাথে আলোচনা করতে হবে ও তাদের দক্ষতাবৃদ্ধি করতে হবে।

বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশু যারা গৃহভিত্তিক শিক্ষার সাথে যুক্ত, তাদের বাবা-মায়েদের প্রায়ই মানসিক স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সমস্যা হয়ে থাকে। গৃহ-কাজের পাশপাশি বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুর যত্ন নেওয়া অনেক সময় মানসিক চাপের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। পরিবারের অন্য সদস্যরা, বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের যত্ন নেওয়ার প্রয়োজনীয়তা বুঝতে চান না। এমনকি কখনও কখনও শিশুটির নিজের সহোদর ভাই বোনেরাও অবহেলা করে থাকে। তার সাথে বাবা-মায়েরা প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুর জন্ম দেওয়ার জন্য নিজেদেরকে দায়ী করেন এবং পাড়া প্রতিবেশীদের গঞ্জনা, অহেতুক দোষারোপের জন্যেও মানসিক চাপ সৃষ্টি হয়। বাবা-মা যখন বেঁচে থাকবেন না, তখন তাদের সন্তানের কী হবে, কে তাদের দেখবে এই চিন্তাও তাদের মানসিক ভাবে কষ্ট দেয়। তাই গৃহভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থায় বাবা-মায়ের কাউন্সেলিং খুবই দরকার। বাবা-মায়ের মানসিক চাপ না কমাতে পারলে গৃহভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থাতে তাদের কার্যকরী অংশগ্রহণকে সুনিশ্চিত করা যাবে না। সুতরাং গৃহভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থার সুফল পেতে গেলে বাবা-মা বা প্রাথমিক যত্ন প্রদানকারীদের মানসিক ভাবে সুস্থ রাখা অত্যন্ত জরুরী।

স্পেশাল এডুকেটর/বিশেষ শিক্ষক-শিক্ষিকাদের প্রশিক্ষণ

স্পেশাল এডুকেটর / বিশেষ শিক্ষক-শিক্ষিকারা অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার একটা অংশ হিসাবে গৃহভিত্তিক শিক্ষা এবং বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশে শেখানোর বিষয়টি জানবেন। তার জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক শিখন বান্ধব পরিবেশ (Inclusive Learning Friendly Environment) এর ওপরে স্পেশাল এডুকেটর / বিশেষ শিক্ষক শিক্ষিকাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

- ☑ প্রতিটি শিশুর শেখার চাহিদা আলাদা আলাদা হয় এবং প্রতিটি শিশুর জন্য আলাদা আলাদা পরিকল্পনা করার প্রয়োজন আছে। স্পেশাল এডুকেটর/বিশেষ শিক্ষক-শিক্ষিকারা গৃহভিত্তিক শিক্ষার অন্তর্গত সকল বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুর শেখার চাহিদা পূরণ করার জন্য কাজ করবেন।
- ☑ শিশুদের শেখার সুবিধা এবং চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন ধরণের পদ্ধতি, মাধ্যম এবং উপকরণ ব্যবহারের জন্য স্পেশাল এডুকেটর/ বিশেষ শিক্ষক-শিক্ষিকাদের দক্ষতা থাকতে হবে।
- ☑ শিশুর চাহিদা অনুযায়ী শিখন সামগ্রী তৈরী করতে হবে। প্রয়োজনে স্পেশাল এডুকেটর/বিশেষ শিক্ষক-শিক্ষিকাদের এই বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে ।

বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশু যারা গৃহভিত্তিক শিক্ষার সাথে যুক্ত তাদের শিখন চাহিদা পূরণ করার দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য স্পেশাল এডুকেটর/বিশেষ শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নিয়মিত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর প্রশিক্ষণের আয়োজন করা যেতে পারে :

- শিশু অধিকার
- সামাজিক লিঙ্গজনিত বৈষম্য
- দৃষ্টি প্রতিবন্ধকতা, শ্রবণ প্রতিবন্ধকতা, সেরিব্রাল পলসি, অটিজম এবং শিখন প্রতিবন্ধকতা সহ বিভিন্ন ধরণের বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে অন্তর্ভুক্তিকরণ
- গুরুতর ও বহুবিধ প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুদের শিখন চাহিদার মুল্যায়ন এবং তাদের শিখন চাহিদাকে পূরণ করার প্রক্রিয়া।
- বিভিন্ন ধরণের কার্যকরী যোগাযোগ ও তাদের ব্যবহার
- বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের দৈনন্দিন জীবন নির্বাহের জন্য প্রয়োজনীয় কাজকর্ম (ADL) শেখানোর প্রক্রিয়া
- গৃহের পরিবেশকে কাজে লাগিয়ে শেখানোর প্রক্রিয়া
- বিনা খরচে বা খুব কম খরচে শিখন সামগ্রী তৈরী করা।

এছাড়া বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশু ও বাবা মা র সাথে কাজ করতে

করতে উঠে আসা নতুন কোনো বিষয়েও প্রশিক্ষন হতে পারে। প্রশিক্ষণগুলি কাছকাছি কোনো বিদ্যালয়ে, রিসোর্স সেন্টারে বা এলাকার মধ্যে যথাযথ কোনো জায়গাতে হতে পারে।

কিছু কিছু প্রশিক্ষণে বাবা-মা বা প্রাথমিক যত্ন প্রদানকারীদের যুক্ত করা যেতে পারে।

মূল্যায়ন পদ্ধতি

নিরবিচ্ছিন্ন এবং সামগ্রিক সহায়তার লক্ষ্যে, শিশু ও তার পরিবারকে কেন্দ্রে রেখে, শিশুর ক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির মূল্যায়ন করতে হবে। শিশুর শিখন চাহিদা, শিখনের গতি প্রকৃতি, শিখন–শিক্ষণ উপকরণের মান এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থান ইত্যাদি মাথায় রেখে শিশুর মূল্যায়ন করতে হবে।স্পেশাল এডুকেটর / বিশেষ শিক্ষক - শিক্ষিকাদের নিম্নলিখিত ৫টি কার্যক্রমের মূল্যায়ন করতে হবেঃ

১) দৈনন্দিন জীবন নির্বাহে স্বাবলম্বী হয়ে ওঠার দক্ষতা

২) সামাজিক দক্ষতা

৩) যোগাযোগ স্থাপনের দক্ষতা

৪) জীবন শৈলী

৫) কারিগরি শিক্ষার পূর্বের দক্ষতা

উপরোক্ত ৫টি ক্ষেত্রে মূল্যায়নের জন্য কি ফর্ম্যাট ব্যবহার করা হবে তার নমুনা প্রস্তুত করা যেতে পারে।

- বাবা-মা ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের অনুরোধ করা যেতে পারে শিক্ষার্থীর অগ্রগতি কতটা হচ্ছে তা নথিভুক্ত করে রাখতে যদি শিশুটি লেখার কাজ করা শুরু করে থাকে, তাহলে প্রতিটি পাতাতে তারিখ লিখে রাখা যেতে পারে। স্পেশাল এডুকেটর/ বিশেষ শিক্ষক-শিক্ষিকারা যখন গৃহ পরিদর্শন করবেন তখন তা সংগ্রহ করে রাখতে পারেন। সেখান থেকে লেখার মানের উন্নয়ন বোঝা যেতে পারে।
- বাবা মাকে টেবিল ফর্মে চেক লিষ্ট বা কোনো চার্ট দেওয়া যেতে পারে। যেখানে তারা খুব অল্প কথায় লেখা বা টিক চিহ্ন বা কাটা চিহ্ন ইত্যাদি দিয়ে প্রতিদিনের কাজগুলি মনে রেখে করাতে পারবেন এবং শেখার অগ্রগতি বোঝাতে পারবেন।

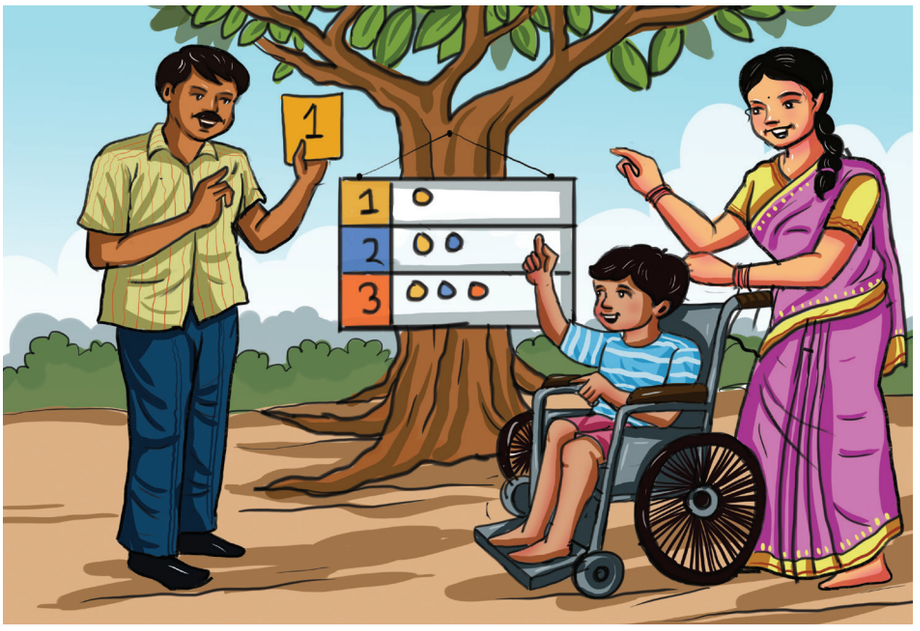

পরিশিষ্ট :

পরিশিষ্ট-১: শিশুর স্বাভাবিক বেড়ে ওঠা

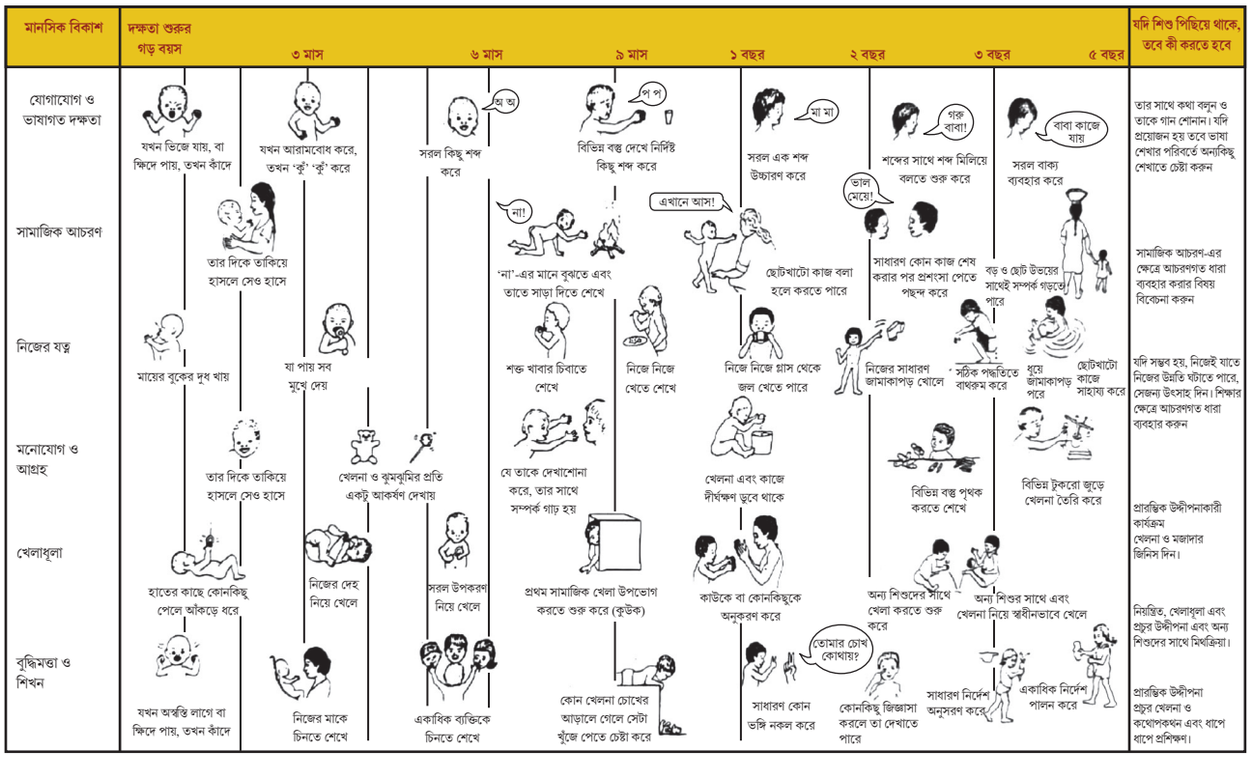

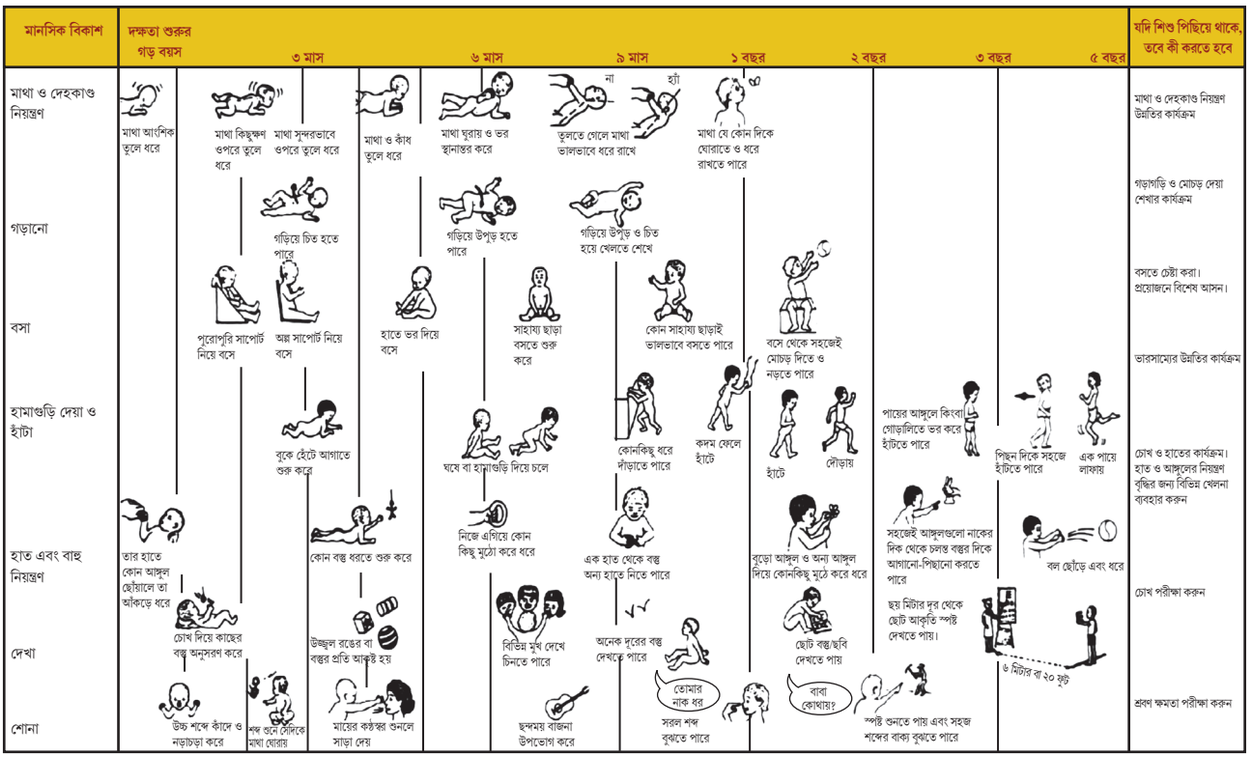

পরিশিষ্ট-২: শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষা পরিকল্পনার কাঠামো ও নমুনা

প্রতিটি শিশুর শিক্ষা পরিকল্পনা করার জন্য কাঠামো (Individual Education Plan—IEP)

শিশুর নাম	জন্ম তারিখ	লিঙ্গ	শিক্ষা পরিকল্পনা করার শুরুর তারিখ
মায়ের নাম বাবার নাম	ঠিকানা	স্পেশাল এডুকেটর বা বিশেষ শিক্ষক-শিক্ষিকার নাম	
বিদ্যালয়ের নাম	শ্রেণী	শিশুর ছবি	

শিশুর বিবরণ

ক। প্রতিবন্ধকতার ধরণ

খ। প্রতিবন্ধকতার পরিমাণ

গ। প্রতিবন্ধকতার সুত্রপাত

ঘ। বিশেষ চাহিদার বিবরণ/কোনো অসুখ থাকলে তার বিবরণ/সেই সংক্রান্ত অসুবিধার বিবরণ

ঙ। চিকিৎসা সংক্রান্ত পরীক্ষার ফল

চ। যদি কোনো থেরাপিউটিক পরিষেবা নিয়ে থাকে, তার বিবরণ

ছ। যদি কোনো চিকিৎসা সংক্রান্ত পরিষেবা এবং যন্ত্রপাতি অথবা সহায়ক সরঞ্জাম ব্যবহার করে থাকে তার বিবরণ

শিশুর প্রাথমিক চাহিদা			
শারীরিক চাহিদা (খাবার, বাড়ি, ওষুধপত্র ইত্যাদি)	নিরাপত্তা (মানসিক এবং শারীরিক সুরক্ষা	শিশুকে বাড়িতে এবং শ্রেণীকক্ষে গ্রহণ করা হয়েছে)	শিশুটি অন্যদের থেকে সম্মান এবং ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া/ মতামত পেয়ে থাকে
হ্যাঁ/না	হ্যাঁ/না	হ্যাঁ/না	হ্যাঁ/না
মন্তব্য	মন্তব্য	মন্তব্য	মন্তব্য

শিশু যা যা করতে পারে তার তালিকা	শিশু যা যা করতে পারে না তার তালিকা বিকাশের পরিমাপ অনুযায়ী, এই বয়সের একটি শিশুর কাছে যা যা করতে পারবে বলে আশা করা যায়, তার মধ্যে কী কী পারে না
পরিবারে এবং বিদ্যালয়ে কার্যকরীভাবে অন্তর্ভুক্তির জন্য কী কী কাজ অগ্রাধিকার ভাবে শিখতে হবে তার তালিকা ১ ২ ৩ ৪ ৫	বাড়ির পরিবেশে সেই সব কাজ শেখানোর জন্য কোন কোন জায়গাতে কিছু পরিবর্তন করতে হবে ১। ঘরের যেখানে শিশুটির সাথে কাজ করা হবে সেখানে বা কোনো আসবাবের পরিবর্তন ক্ষেত্রে- ২। জিনিসপত্র যা লাগবে তার ব্যবস্থা করার ক্ষেত্রে ৩। আচরণের ইতিবাচক পরিবর্তনের জন্য ৪। সামাজিক উপাদান এর ক্ষেত্রে

যে সমস্ত পরিষেবা প্রয়োজন					
ফিজিও থেরাপি (শারীরিক পদ্ধতিতে নিরাময় জনিত থেরাপি)	কথা বলা শেখানোর জন্য থেরাপি (স্পীচ থেরাপি)	আচরণ পরিবর্তনের জন্য থেরাপি (বিহেভিওর থেরাপি)	(দৈনন্দিন কাজের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য থেরাপি) অকুপেশনাল থেরাপি	শ্রবণ প্রশিক্ষণ (অডিটরি ট্রেনিং)	ভারতীয় ইশারা ভাষা শেখার প্রশিক্ষণ
শারীরিক অঙ্গ সঞ্চালন জনিত প্রশিক্ষণ (মোবিলিটি ট্রেনিং)	সহায়তা এবং সরঞ্জাম		সহায়ক সরঞ্জাম	বাড়ি ভিত্তিক শিক্ষা	অন্যান্য পরিষেবা

বর্তমান কার্যকরী সামর্থ্যের মূল্যায়নের রিপোর্ট			
দৈনন্দিন কাজকর্ম করার সামর্থ্য	ইন্দ্রিয়গত কর্মক্ষমতা	পড়া শুরু করার আগের প্রয়োজনীয় দক্ষতা/সামর্থ্য	লেখা শুরু করার আগের প্রয়োজনীয় দক্ষতা/সামর্থ্য
যা যা শিখবে বলে আশা করা হচ্ছে তার সাপেক্ষে শিশুর অগ্রগতি কেমন in the area of plus – curricular and curricular skill development	তার জন্য যা যা করা হবে এবং যেভাবে রূপায়ণ করা হবে তার বিস্তারিত বিবরণ	বাবা-মা এবং প্রাথমিক পরিচর্যাকারীরা বাড়ি ভিত্তিক শিক্ষার বিষয়টিতে সম্মতি দিয়েছেন।	উন্নতির জায়গাগুলি এবং তার জন্য করণীয়
	পদ্ধতি: প্রয়োজনীয় উপকরণ	পদ্ধতি: প্রয়োজনীয় উপকরণ	যা যা অসুবিধা আছে তার জন্য করণীয়
	পদ্ধতি: প্রয়োজনীয় উপকরণ	পদ্ধতি: প্রয়োজনীয় উপকরণ	যা যা অসুবিধা আছে তার জন্য করণীয়
প্রতিটি শিশুর শিক্ষা পরিকল্পনা করার জন্য নমুনা পত্র (IEP) পর্যালোচনা করার তারিখ		স্পেশাল এডুকেটর বা বিশেষ শিক্ষক-শিক্ষিকার স্বাক্ষর	

প্রতিটি শিশুর শিক্ষা পরিকল্পনা করার জন্য কাঠামো—একটি নমুনা (Individual Education Plan—IEP-A sample)

শিশুর নাম অরিত্র পাল (নাম পরিবর্তিত)	**জন্ম তারিখ** ১২/০৯/১৩	**লিঙ্গ** ছেলে	**শিক্ষা পরিকল্পনা করার শুরুর তারিখ**
মায়ের নাম – সীমা পাল (নাম পরিবর্তিত) **বাবার নাম** – দেবাশিস পাল (নাম পরিবর্তিত)	**ঠিকানা** – গ্রাম- তাল পুকুর, পো; নেপালগঞ্জ থানা- বিষ্ণুপুর দঃ ২৪ পরগনা	**স্পেশাল এডুকেটর বা বিশেষ শিক্ষক-শিক্ষিকার নাম** – সুখেন্দু সরকার	
বিদ্যালয়ের নাম – তালপুকুর অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়	**শ্রেণী** – ষষ্ঠ শ্রেণী	শিশুর ছবি	

শিশুর বিবরণ

ক। প্রতিবন্ধকতার ধরণ – বহুবিধ প্রতিপন্ধকতা (সেরিব্রাল পলসি এবং বৌদ্ধিক প্রতিবন্ধকতা)

খ। প্রতিবন্ধকতার পরিমাণ – ১০০ শতাংশ

গ। প্রতিবন্ধকতার সুত্রপাত – জন্ম থেকে।

ঘ। বিশেষ চাহিদার বিবরণ/কোনো অসুখ থাকলে তার বিবরণ/সেই সংক্রান্ত অসুবিধার বিবরণ-

এপিলেপ্সী আছে।

ঙ। চিকিৎসা সংক্রান্ত পরীক্ষার ফল-

এম আর আই করানো হয়েছিল। চিকিৎসক সেরিব্রাল পলসি বলে চিহ্নিত করেছেন।

বুধ্যাঙ্ক (IQ) পরীক্ষাতে ৬৫% শতাংশ বুধ্যাঙ্ক চিহ্নিত হয়েছে।

চ। যদি কোনো থেরাপিউটিক পরিষেবা নিয়ে থাকে, তার বিবরণ –হাঁটু, কনুই গোড়ালি ইত্যাদি জায়গা গুলি শক্ত হয়ে যাচ্ছে। যাতে না বেড়ে যায়, পেশী শক্তির নিয়ন্ত্রণের জন্য থেরাপী করানো হচ্ছে।

হাত এবং চোখের সংযোগ বাড়ানোর জন্য থেরাপি করানো হচ্ছে।

কথা পরিষ্কার হওয়ার জন্য অরো মোটর এক্সারসাইজ করানো হচ্ছে।

ছ। যদি কোনো চিকিৎসা সংক্রান্ত পরিষেবা এবং যন্ত্রপাতি অথবা সহায়ক সরঞ্জাম ব্যবহার করে থাকে তার বিবরণ –

এপিলেপ্সী থাকার জন্য নিয়মিত চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে এবং ওষুধ খেতে হয়।

বিশেষ ধরণের চেয়ার ও কাট-আউট টেবিল ব্যবহার করে বসিয়ে রাখার চেষ্টা করা হয়। কোথাও যেতে হলে হুইল চেয়ার ব্যবহার করে যেতে হয়।

শিশুর প্রাথমিক চাহিদা			
শারীরিক চাহিদা (খাবার, বাড়ি, ওষুধপত্র ইত্যাদি)	নিরাপত্তা (মানসিক এবং শারীরিক সুরক্ষা)	শিশুকে বাড়িতে এবং শ্রেণীকক্ষে গ্রহণ করা হয়েছে)	শিশুটি অন্যদের থেকে সম্মান এবং ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া/ মতামত পেয়ে থাকে
হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ বাড়িতে শিশুকে ভালোভাবেই গ্রহণ করা হয়েছে, অরিত্রকে বিদ্যালয়ে নিয়ে গেলেও শ্রেণীকক্ষে নিয়ে যাওয়া হয়নি। কিন্তু বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা ওকে মনে রাখেন এবং ওর প্রাপ্য জিনিস বাড়ি এসে দিয়ে যান।	না, সব সময় সেরকম পায় না।
মন্তব্য— ওর আধা শক্ত (সেমি সলিড) খাবার লাগে, অর্থনৈতিক অসুবিধার কারণে খাবার এবং প্রয়োজনীয় ওষুধ কিনতে সমস্যা হয়। বাড়িতেও কিছু পরিকাঠামোগত পরিবর্তন দরকার যাতে সে বাধাহীনভাবে শৌচালয় ব্যবহার করতে পারে এবং বাড়ির সামনের রাস্তাতে যেতে পারে।	মন্তব্য— মা যেহেতু মাঝে মাঝে ১০০ দিনের কাজে যান, তখন অরিত্রকে দেখাশোনা করার মত কেউ থাকেন না। অসুরক্ষিত থাকে।	মন্তব্য— বাড়িতে যত্ন নেওয়া হয়। বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা বাড়িতে এসে বিদ্যালয়ের পোশাক এবং বই দিয়ে যান। বছরে একবার বিদ্যালয়ে নিয়ে যাওয়া হয়।	মন্তব্য— বাড়িতে ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া আছে।

শিশু যা যা করতে পারে তার তালিকা —	**শিশু যা যা করতে পারে না তার তালিকা —**
সাহায্য নিয়ে দাঁত ব্রাশ করতে পারে। মুখের সামনে গ্লাস নিয়ে গেলে বা শারীরিক সাহায্য নিয়ে, নিজে জল খেতে পারে। শারীরিক সাহায্য করলে মডিফায়েড চামচ দিয়ে খাবার খেতে পারে। স্নানঘরে নির্দিষ্ট জায়গাতে বসিয়ে দিলে, নিজে মাথায় জল ঢালতে পারে। দুটি হাতের সামনের অংশ, মুখ মুছতে পারে। সাবান নেওয়া, সারা শরীর মোছার জন্য অন্যের সহযোগিতা নিতে হয়। অস্পষ্ট ভাষায় হলেও নিজের মনের ভাব বোঝাতে পারে। পরিচিত লোকেরা বুঝতে পারেন। দৈনন্দিন কাজকর্ম শেখানোর ক্ষেত্রে এখন পর্যন্ত যা করা গেছে খাবার দিলে মুখ খুলতে পারছে বা জল দিলে খেতে পারে।	বিকাশের পরিমাপ অনুযায়ী, এই বয়সের একটি শিশুর কাছে যা যা করতে পারবে বলে আশা করা যায়, তার মধ্যে কী কী পারে না বিকাশের পরিমাপ অনুযায়ী, এই বয়সের একটি শিশুর কাছে যা যা করতে পারবে বলে আশা করা যায়, তার মধ্যে কী কী পারে না শৌচকর্মের পর নিজে নিজে পরিষ্কার হতে পারে না। বন্ধুদের সঙ্গে খেলায় অংশগ্রহণ করতে পারে না। খেলার নিয়ম বুঝতে পারে না।
পরিবারে এবং বিদ্যালয়ে কার্যকরীভাবে অন্তর্ভুক্তির জন্য কী কী কাজ অগ্রাধিকার ভাবে শিখতে হবে তার তালিকা ১। মডিফায়েড চেয়ারে বসা অভ্যাস করতে হবে। ২। হুইলচেয়ারে বসে বাইরে নিয়ে যাওয়া অভ্যাস করতে হবে। ৩। নিজের শরীরের যত দূর সম্ভব অঙ্গ সঞ্চালনে নিয়ন্ত্রণ করতে শেখা।	**বাড়ির পরিবেশে সেই সব কাজ শেখানোর জন্য কোন কোন জায়গাতে কিছু পরিবর্তন করতে হবে** ১। ঘরের যেখানে শিশুটির সাথে কাজ করা হবে সেখানে বা কোনো আসবাবের তার মত করে পরিবর্তন করা দরকার। স্নানের জায়গা এবং শৌচালয়ের পরিকাঠামোর পরিবর্তন করে বাধাহীন করে তুলতে হবে। ২। জিনিসপত্র যা লাগবে তার ব্যবস্থা করার ক্ষেত্রে— হুইল চেয়ারটিতে বসার জায়গাটি কাঠের এবং শরীর ধরে রাখার জন্য কয়েকটি বেল্টের ব্যবস্থা করে ওর উপযোগী করে তুলতে হবে। ৩। তার দৈনন্দিন ব্যবহারের জিনিসপত্র যেমন চামচ, চিরুনী, জলের মগ ইত্যাদি তার ব্যবহারের উপযোগী করে তোলা প্রয়োজন। মূল বাড়ি থেকে শৌচালয় ২০ মিটার দূরে, বাড়ি সংলগ্ন নয়। শৌচালয় যেতে হলে পেতে রাখা ইঁটের উপর দিয়ে যেতে হয়। যেটা অরিত্রর জন্য অসুবিধার। রাস্তা করা প্রয়োজন। অরিত্রর সুবিধা হয় এমন ব্যবস্থা করা হলে শৌচালয় ব্যবহার করতে সুবিধা হবে।

যে সমস্ত পরিষেবা প্রয়োজন					
ফিজিও থেরাপি (শারীরিক পদ্ধতিতে নিরাময় জনিত থেরাপি)	কথা বলা শেখানোর জন্য থেরাপি (স্পীচ থেরাপি)	আচরণ পরিবর্তনের জন্য থেরাপি (বিহেভিওর থেরাপি)	(দৈনন্দিন কাজের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য থেরাপি) অকুপেশনাল থেরাপি	শ্রবণ প্রশিক্ষণ (অডিটরি ট্রেনিং)	ভারতীয় ইশারা ভাষা শেখার প্রশিক্ষণ
হ্যাঁ	হ্যাঁ	না	হ্যাঁ	না	না
শারীরিক অঙ্গ সঞ্চালন জনিত প্রশিক্ষণ (মোবিলিটি ট্রেনিং)	সহায়তা এবং সরঞ্জাম		সহায়ক সরঞ্জাম	বাড়ি ভিত্তিক শিক্ষা	অন্যান্য পরিষেবা
হ্যাঁ	মডিফায়েড চেয়ার ও কাট আউট টেবিল আছে। হুইল চেয়ার, মডিফায়েড চামচ প্রয়োজন।		হ্যাঁ	হ্যাঁ	মানবিক পেনশন চালু হয়নি, তার জন্য চেষ্টা করতে হবে।

বর্তমান কার্যকরী ক্ষমতার মূল্যায়নের রিপোর্ট			
দৈনন্দিন কাজকর্ম করার ক্ষমতা	ইন্দ্রিয়গত কর্মক্ষমতা	পড়া শুরু করার আগের প্রয়োজনীয় দক্ষতা/ক্ষমতা	লেখা শুরু করার আগের প্রয়োজনীয় দক্ষতা/ক্ষমতা
শৌচালয়ে যাওয়ার কথা বলতে পারে। খিদে পেলে বলতে পারে কোনো অসুবিধা হলে জানাতে পারে/মনের ভাব বোঝাতে পারে।	কানে শোনা বা দেখার অসুবিধা নেই। স্পর্শ বুঝতে পারে।	বয়স অনুযায়ী ক্লাশে ভর্তি করার জন্য সংখ্যা এবং অক্ষর চেনাতে হবে। সংখ্যা মানে চিহ্ন, নাম এবং পরিমান বোঝাতে হবে।	ব্যবহার উপযোগী পেন্সিল দিয়ে হিজিবিজি করতে পারে কিন্তু নির্দিষ্ট আকৃতির বাইরে চলে যায়।
যা যা শিখবে বলে আশা করা হচ্ছে তার সাপেক্ষে শিশুর অগ্রগতি কেমন	তার জন্য যা যা করা হবে এবং যেভাবে রূপায়ণ করা হবে তার বিস্তারিত বিবরণ	বাবা-মা এবং প্রাথমিক পরিচর্যাকারীরা বাড়ি ভিত্তিক শিক্ষার বিষয়টিতে সম্মতি দিয়েছেন।	উন্নতির জায়গাগুলি এবং তার জন্য করণীয়
নিজের নাম বলতে শিখেছে ১-৮ পর্যন্ত সংখ্যা চেনে মূল্য বোঝে। টাকা পয়সা চেনে। মডিফায়েড চেয়ারে বসার সময় বেড়েছে। মনোযোগ ১৫ মিনিট সময় দিতে পারছে।	**পদ্ধতি:** তাকে যাতে বার বার নাম ধরে ডাকা হয় তার ব্যবস্থা করা এবং বলতে উৎসাহ দেওয়া। সংখ্যা কার্ড এবং দৈনন্দিন ব্যবহারের বস্তু ব্যবহার করে নিয়মিত অনুশীলন শিখন-শিক্ষণ সামগ্রী দিয়ে অনুশীলন মাকে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে যাতে বেশির ভাগ দৈনন্দিন কাজকর্ম, টিভি দেখা, পড়াশোনা করা মডিফায়েড চেয়ার টেবিলে বসেই করানো হয়। প্রয়োজনীয় উপকরণ সমপরিমান বস্তুর ছবি সহ সংখ্যা কার্ড এবং সমপরিমান বস্তু টাকা চেনানোর জন্য প্রয়োজনীয় শিখন-শিক্ষণ সামগ্রী	**পদ্ধতি:** প্রতিবন্ধকতা সম্পর্কে বোঝানো। প্রাথমিক মূল্যায়নে অভিভাবকদের অংশগ্রহণ প্রয়োজনীয় উপকরণ	যা যা অসুবিধা আছে নাম লেখা শেখানো তার জন্য করণীয় নাম লেখানো শেখার ক্ষেত্রে পেন্সিল ধরার উপরে নিয়ন্ত্রণ বাড়ানোর জন্য নির্দিষ্ট আকৃতির মধ্যে রঙ করানোর উপরে জোর দেওয়া এবং ডট জয়েনিং শুরু করা। অনুশীলনের সময় বাড়ানো। ছবি এবং চারপাশের বস্তু দেখিয়ে নতুন শব্দ বলার জন্য উৎসাহ দেওয়া।
	পদ্ধতি: প্রয়োজনীয় উপকরণ	**পদ্ধতি:** প্রয়োজনীয় উপকরণ	যা যা অসুবিধা আছে তার জন্য করণীয়
প্রতিটি শিশুর শিক্ষা পরিকল্পনা করার জন্য নমুনা পত্র (IEP) পর্যালোচনা করার তারিখ		স্পেশাল এডুকেটর বা বিশেষ শিক্ষক-শিক্ষিকার স্বাক্ষর	

পরিশিষ্ট-৩: পাঠ্যক্রমে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করার নমুনা

চলাফেরা জনিত অসুবিধায় থাকা শিশু, কুষ্ঠরোগ থেকে নিরাময় হওয়া শিশু, বামনত্ব-এর অসুবিধায় থাকা শিশু, মাস্কুলার ডিস্ট্রফি বা পেশীর ক্ষয় রোগে আক্রান্ত শিশু, অ্যাসিড-এ আক্রান্ত শিশু, অন্ধত্ব বা দৃষ্টি প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশু, ক্ষীণ দৃষ্টির অসুবিধায় থাকা শিশু, কথা বলা এবং ভাষার প্রতিবন্ধকতা আছে এমন শিশু, একাধিক স্কেলোরোসিস নির্দিষ্ট কিছু ক্ষেত্রে শেখার অক্ষমতা মানসিক অসুস্থতা আছে এমন শিশুদের জন্য বিদ্যালয়ের নিয়মিত পাঠাক্রমেই শেখানো সম্ভব। তাদের জন্য কোনো ধরণের পরিবর্তনের প্রয়োজন নেই কিন্তু ব্রেইল, বড় হরফে লেখা বই, ইশারার ভাষা বোঝার মত উপকরণের প্রয়োজন থাকবে।

নিম্নলিখিত গুরুতর প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুদের জন্য বিদ্যালয়ের নিয়মিত পাঠ্যক্রমের বিষয় অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করে গৃহভিত্তিক শিক্ষা সহায়তা প্রদান করা প্রয়োজন। চিহ্নিতকরণের এবং প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুর মূল্যায়নের পরে গৃহভিত্তিক শিক্ষার পরিকল্পনা করে শুরু করা হবে। গৃহভিত্তিক শিক্ষার সঙ্গে পর্যায়গত ভাবে বিদ্যালয় এবং রিসোর্স সেন্টারে নিয়ে যাওয়া হবে। গৃহভিত্তিক শিক্ষার অন্যতম বিশেষ উদ্দেশ্য থাকবে সাধারণ বিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য শিশুকে প্রস্তুত করা। বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমের সঙ্গে কারিগরি শিক্ষা এবং জীবন কুশলী শিক্ষারও প্রয়োজন থাকবে।

প্রতিবন্ধকতার ধরণ	বিশেষ করণীয়
সেরিব্রাল পলসি বা মস্কিষ্কের পক্ষাঘাত আছে এমন শিশু	• রিসোর্স সেন্টার এর মাধ্যমে থেরাপি সংক্রান্ত (ফিজিও থেরাপি) সহায়তা প্রদান করা হবে
শ্রবণ প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশু	• রিসোর্স সেন্টার এর মাধ্যমে থেরাপি সংক্রান্ত (স্পীচ থেরাপি আর ভারতীয় ইশারা ভাষার প্রশিক্ষন) সহায়তা প্রদান করা হবে
বুদ্ধি জনিত অসুবিধা আছে এমন শিশু	
বহুবিধ প্রতিবন্ধকতা	• রিসোর্স সেন্টার সেন্টার এর মাধ্যমে থেরাপি সংক্রান্ত (ফিজিও থেরাপী, স্পীচ থেরাপি, বিহেভিওর থেরাপী, অকুপেশনাল থেরাপী ইত্যাদি) সহায়তা প্রদান করা হবে

দ্বিতীয় শ্রেনীঃ আমার বই—পাতা-৫ ঘুড়ি ওড়াবার দিনে

শুক্রবার এলে বিক্রমের ভারি মজা। সামনেই শনি-রবির ছুটি। ও আর টিপু ঘুড়ি ওড়াতে দক্ষ। ঘুড়ি ওড়ানোয় ওদের সমকক্ষ কেউ নেই।

উপকরণ

বড় ঘুড়ি (লাল, নীল, হলুদ বা সবুজ রঙের হলে ভালো না পাওয়া গেলে তৈরী করে নেওয়া যেতে পারে), ক্যালেন্ডার (একটু বড় বড় লেখা হলে ভালো), একটা ছবি যেখানে আকাশে ঘুড়ি উড়ছে এবং কেউ লাটাই ধরে আছে।

বিভিন্ন মাপের চৌকো এবং গোল আকৃতির কার্ড বোর্ড। জুতো বা জামাকাপড়ের বাক্স থেকে কেটে নেওয়া যেতে পারে।

নিম্নলিখিত শব্দগুলি বলতে, লিখতে শিখবে। শ্রবণ প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুরা ভারতীয় ইশারার ভাষায় শব্দগুলি প্রকাশ করতে শিখবে। দৃষ্টি প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুরা শব্দগুলি ব্রেইলে লিখতে শিখবে।

ঘুড়ি, আকাশ, মেঘ, সুতো, লাটাই, সপ্তাহের সাত দিনের নাম, রঙের নাম।

যুক্তাক্ষর সম্পর্কে জানবে, যুক্তাক্ষরযুক্ত শব্দ শিখবে—শুক্র,ক্রম, দক্ষ, সমকক্ষ, লক্ষ, বক্ষ। নিম্নলিখিত পদ্ধতি ব্যবহার করা যেতে পারে।

১। প্রথমে হাতে একটি ঘুড়ি দেওয়া হবে। সেটাকে নেড়েচেড়ে দেখবে কিছুক্ষণ। তারপর ঘুড়িতে কী কী রঙ আছে সেটা বার বার করে আঙুল দিয়ে বলবে, স্পেশাল এডুকেটরের সাথে সাথে। বাবা-মা বা প্রাথমিক যত্ন প্রদানকারী যিনি থাকবেন, তিনিও সাথে সাথে জোরে জোরে বলবেন।

এবার ঘুড়ির উপরে যেখানে যে রঙ আছে সেখানে সেই রঙের জিনিস রাখতে হবে। যেমন লাল রঙের উপরে

টোম্যাটো, লাল টিপ, লাল জামা ইত্যাদি। সবুজ রঙের উপরে পাতা, সবুজ সব্জী ইত্যাদি। শিশুটির বাড়িতে সহজে পাওয়া যাবে এমন জিনিস নিতে হবে। তখন সেই জিনিসগুলির নাম বলে তাদের রঙ বলতে হবে। যেমন—

এটা লাল রঙ। এই জামাটার রঙ লাল। এই টিপটার রঙ লাল, এই টোম্যাটর রঙ লাল ইত্যাদি।

মুল্যায়ন—এক সপ্তাহে বাবা-মা বা প্রাথমিক যত্নপ্রদানকারী এটা অনুশীলন করানোর পরে স্পেশাল এডুকেটর বাড়িতে কী কী লাল রঙ এর জিনিস আছে তা দেখাতে বলবেন। তার আগে গৃহের যেখানে গৃহভিত্তিক শিক্ষা হয়, সেখানে কিছু লাল রঙ এর জিনিস রেখে দিতে হবে, যাতে বেশি খুঁজতে না হয়।

২। শিশুর সামনে কাটা কার্ডবোর্ডগুলি ছড়িয়ে দেওয়া হবে। হাতে নিয়ে ঘুড়িয়ে ফিরিয়ে দেখতে বলা হবে। কিছুটা খেলতেও পারে। এবার দুই ধরণের আকৃতির দুটি নিয়ে দেখাতে হবে। বলা হবে 'দেখ কিছু আছে এরকম চার দিকে আঙুল ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আর কিছু আছে এরকম। দেখি তো তুমি আলাদা আলাদা করতে পারো কিনা। এই একটা এদিকে রাখলাম আর এই এটাকে এদিকে রাখলাম। এবার তুমি বলতো এটা কোন দিকে যাবে?' এইভাবে কাজটি শেষ করতে হবে। এবার আকৃতির নাম দেওয়া। "এইগুলিকে বলে গোল আর এদিকের এইগুলিকে বলে চৌকো।" এই কথাটি বেশ কয়েকবার বলতে হবে। বাবা-মা বা প্রাথমিক যত্ন প্রদানকারীও শিশু এবং স্পেশাল টিচারের সাথে এই কথাগুলি বার বার বলবেন।

এবার বলো তো ঘুড়িটা কেমন—গোল না চৌকো । বাড়ির বিভিন্ন জিনিস দেখিয়ে গোল না চৌকো জানতে চাওয়া এবং না পারলে বলে দেওয়া যেতে পারে।

সব শেষে "তাহলে আমরা কি শিখলাম—এগুলি গোল আর এগুলি চৌকো"।

মুল্যায়ন—এক সপ্তাহে বাবা-মা বা প্রাথমিক যত্ন প্রদানকারী এটা অনুশীলন করানোর পরে স্পেশাল এডুকেটর বাড়িতে কী কী গোল এবং চৌকো আকৃতির জিনিস আছে তা দেখাতে বলবেন। তার আগে গৃহের যেখানে গৃহভিত্তিক শিক্ষা হয়, সেখানে কিছু গোল এবং চৌকো জিনিস রেখে দিতে হবে, যাতে বেশি খুঁজতে না হয়।

একটি কাগজে কিছু/চারটি গোল এবং চৌকো আকৃতি এঁকে গোল গুলিতে লাল রঙ এবং চৌকোগুলিতে সবুজ রঙ করতে বলা যেতে পারে।

৩। বইতে যে ঘুড়ি ওড়ানোর ছবি আছে স্পেশাল এডুকেটর সেটি দেখাতে পারেন বা নিজেও এঁকে নিতে পারেন। বই এর ছবিতে মেঘ খুব স্পষ্ট নয়। সেখানে শুধু আকাশ চেনানো যেতে পারে। নিজে এঁকে নিলে মেঘ স্পষ্ট করে এঁকে নেওয়া যেতে পারে।

ছবিতে লাটাই, ঘুড়ি মেঘ আকাশ ইত্যাদি চেনানো যেতে পারে। তারপর বাইরে আকাশে মেঘ এবং আকাশ চেনানো হবে।

৪। সপ্তাহে সাত দিনের নাম ক্যালেন্ডারে দেখিয়ে দেখিয়ে বলা হবে। তার সাথে সেদিন কী বার সেটাও জানানো হবে। যদি কোনো বিশেষ ঘটনা কোনো বিশেষ বারের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকে সেগুলিও উল্লেখ করা। যেমন রবিবার স্কুল ছুটি থাকে, তাই তোমার দাদা সেদিন বাড়িতে থাকে, স্কুলে যায় না। বৃহস্পতিবারে পুজো হয় বা শুক্রবারে নামাজ হয় ইত্যাদি,

যাদের কানে শোনার অসুবিধা আছে, তাদের জন্য ভারতীয় ইশারা ভাষায় লেখাটি অনুবাদ করে নিতে হবে। তবে তার আগে কিছু শব্দ পরিবর্তন করে নেওয়া যেতে পারে।

শুক্রবার এলে বিক্রমের ভারি মজা। সামনেই শনি-রবির ছুটি। ও আর টিপু ঘুড়ি ওড়াতে দক্ষ। ঘুড়ি ওড়ানোয় ওদের সমকক্ষ কেউ নেই।

যেমন 'এলে' শব্দটিকে আমরা বাদ দিতে পারি।

বিক্রম নামটির পরিবর্তে বাড়ির কারোর সহজ নাম ব্যবহার করা যেতে পারে।

'ভারি' শব্দের পরিবর্তে 'খুব' শব্দটি ব্যবহার করা যেতে পারে।

'সামনেই' শব্দটিকে বাদ দেওয়া যেতে পারে।

'শনি-রবির' পরিবর্তে শনি ও রবিবার লেখা যেতে পারে।

'ও' এর পরিবর্তে আবার নামটা ব্যবহার করা

'দক্ষ' শব্দটির পরিবর্তে 'পারে 'ব্যবহার করা যেতে পারে।

'ঘুড়ি ওড়ানোয় ওদের সমকক্ষ কেউ নেই' এর পরিবর্তে 'ওদের মত কেউ ঘুড়ি ওড়াতে পারে না'

তাহলে পরিবর্তন করে লেখাটি হল—

শুক্রবার রামের খুব মজা। শনি ও রবিবার ছুটি। রাম আর টিপু ভালো ঘুড়ি ওড়াতে পারে। ওদের মত কেউ ঘুড়ি ওড়াতে পারে না।

একটি কাগজে বই এর মত অক্ষরে লিখে, বই এর লেখাটির উপরে আঠা দিয়ে আটকে দেওয়া যেতে পারে। অথবা প্রিন্ট নিয়ে আটকানো যেতে পারে।

যাদের লো ভিশন বা ক্ষীণ দৃষ্টি আছে অর্থাৎ ছোট অক্ষর দেখতে অসুবিধা হয় তাদের জন্য এই সহজ করে নেওয়া লেখাটি বড় হরফে লিখে নেওয়া যেতে পারে। বড় হরফে বই পাওয়া যায়। সেটাও আনিয়ে নেওয়া যেতে পারে।

যাদের চোখে দেখার অসুবিধা আছে এবং ব্রেইল জানে, তাদের জন্য এই সহজ করে নেওয়া লেখাটি ব্রেইল এ বা বড় হরফে লিখে নেওয়া যেতে পারে। বড় হরফে বই পাওয়া যায়। সেটাও আনিয়ে নেওয়া যেতে পারে।

আমাদের পরিবেশ — তৃতীয় শ্রেনী — মানুষের দেহের বাহ্যিক অঙ্গ এবং তাদের কাজ

শরীর

রোজ বিকেলে নানা খেলা

ক্লাসে এসে দিদিমণি বললেন—কাল বিকালে কী কী খেলা হলো?

বিমল হেসে বলল—আমরা ফুটবল খেলেছি।

তিতলি বলল—জানেন দিদি, ও খুব ভালো খেলে।

— ফুটবল খেলায় পায়ের কাজ অনেক বেশি। খুব ছুটতে হয়।

শরীর

হামিদ বলল—দিদি, আমরা ক্রিকেট খেলেছি।

রিনা বলল—ক্রিকেট খেলায় হাত ও পা—দুয়েরই অনেক কাজ। তাই না, দিদি?

— ব্যাট, বল করা, রান নেওয়া, ফিল্ডিং করা—সবেতেই হাত ও পায়ের কাজ।

বীণা বলল—আমরা কাল এক্কাদোক্কা খেলেছি। এক পায়ে লাফাতে গেলে পায়ের কাজ আরো বেশি হয়?

— **পায়ের পাতা, গোড়ালি, হাঁটু—সবেরই কাজ হয়।**

আমিনা বলল—তবে লুকোচুরি খেলতেও খুব ছুটতে হয়।

সাবিনা বলল—আমি রোজ স্কিপিং করি। তাতেও পুরো শরীরের কাজ হয়?

—**নিশ্চয়ই। স্কিপিং-এ আঙুল, কবজি, কনুই, কাঁধ—সবেরই অনেক কাজ হয়। তাছাড়া পায়ের কাজ তো আছেই।**

মানুষের দেহ: প্রধান বাহ্যিক অঙ্গ ও তাদের কাজ ১ ২ মানুষের দেহ: প্রধান বাহ্যিক অঙ্গ ও তাদের কাজ

রোজ বিকালে নানা খেলা

ক্লাসে এসে দিদিমণি বললেন—কাল বিকালে কী কী খেলা হলো?

বিমল হেসে বলল—আমরা ফুটবল খেলেছি।

তিতলি বলল—জানেন দিদি, ও খুব ভালো খেলে।

ফুটবল খেলায় পায়ের কাজ অনেক বেশি। খুব ছুটতে হয়।

হামিদ বলল—দিদি, আমরা ক্রিকেট খেলেছি।

রিণা বলল—ক্রিকেট খেলায় হাত ও পা—দুয়েরই অনেক কাজ তাই না দিদি?

ব্যাট-বল করা, রান নেওয়া, ফিল্ডিং করা সবেতেই হাত ও পায়ের কাজ।

বীণা বলল—আমরা কাল এক্কা দোক্কা খেলেছি। এক পায়ে লাফাতে গেলে পায়ের কাজ আরও বেশি হয়?

পায়ের পাতা, গোড়ালি, হাঁটু সবেরই কাজ হয়।

আমিনা বলল—তবে লুকোচুরি খেলতেও খুব ছুটতে হয়।

সাবিনা বলল—আমি রোজ স্কিপিং করি। তাতেও পুরো শরীরের কাজ হয়?

নিশ্চয়ই। স্কিপিং এ আঙুল, কবজি, কনুই, কাঁধ—সবেরই অনেক কাজ হয়। তা ছাড়া পায়ের কাজ তো আছেই।

যাদের চলাফেরার অসুবিধা আছে তাদের জন্য এই লেখাটা অনুভব করা অসুবিধার। আর অনেকটা বড় হওয়ায় মনোযোগ দিয়ে পড়তে অসুবিধা হতে পারে।

তাই কিছুটা পরিবর্তন করে নেওয়া প্রয়োজন।

লেখাটি পরিবর্তন করে নীচের লেখাটি ব্যবহার করা যেতে পারে।

সকলে হাত দিয়ে মোবাইল চালায়। সাকিবুল পারে না। ওর হাত কাজ করে না। ও পা দিয়ে মোবাইলে মেসেজ লিখতে পারে। মোবাইলে গান শোনে। আমরা কান দিয়ে শুনি। রুমির চোখে দেখার অসুবিধা আছে। কিছু মোবাইলে বোতাম টিপলে কথায় সব বলে দেয়। তাই ওর মা মোবাইলটা সেরকম করে নিয়েছে।

হাঁটার জন্য পা এর দরকার। রমার পা খুব সরু। তাই হাঁটতে পারে না। হুইলচেয়ার-এ করে স্কুলে যায়।

নীচে হাত আর পায়ের নানা অংশের ছবি আছে। সেগুলি কোনটি কী কাজ করে ছবির পাশে লেখো, বলো বা আঁকো। নির্দেশে লেখোর সাথে বলা এবং আঁকাকে যোগ করা হয়েছে। এখানে বই-এর ৩ এবং ৪-এর পাতাটি ব্যবহার করা যাবে।

দলে করি বলাবলি
তারপরে লিখে ফেলি

নীচে হাত আর পায়ের নানা অংশের ছবি আছে। সেগুলো কোনটা কী কাজ করে? ছবির পাশে লেখো:

শরীর

মানুষের দেহ: প্রধান বাহ্যিক অঙ্গ ও তাদের কাজ ৩

৪ মানুষের দেহ: প্রধান বাহ্যিক অঙ্গ ও তাদের কাজ

শরীর

ঠিকঠাক খেলা আর ঠিকমতো শোনা

রিনা বলল—দিদি, গতকাল আমরা কিন্তু কাবাডি খেলেছি।
আমিনা বলল—ওর দম খুব। ও যে দলে থাকে তারাই জেতে।
সীমা বলল—ও মিন মিন করে কবাডি কবাডি বলে। শোনা যায় না। দম নিয়ে নিচ্ছে কিনা বোঝা যায় না।
বিশু হেসে বলল—এই নিয়ে খুব ঝগড়া হয়। সীমা বলে, তুই দম নিয়েছিস। রিনা মানে না।

মানুষের দেহ: প্রধান বাহ্যিক অঙ্গ ও তাদের কাজ ৫

শরীর

রিনা বলল—অন্যরা তো বলে না। ও কম শোনে। তাহলে আমি কী করব?
দিদিমণি জানতে চাইলেন—কী কারণে কানে শোনার অসুবিধে হয় জানো?
দিলীপ বলল—কান বুজে গেলে শুনতে অসুবিধা হয়।—কানে ময়লা জমার কথা বলছ তো?
নিশা বলল—হ্যাঁ দিদি। কানে খোল জমে কান বুজে যায়।
—ঠিক বলেছ। কান পরিষ্কার করতে হয়। তবে সাবধানে করতে হয়। কানের ভিতর একটা পাতলা পর্দা আছে।
—কোথায়? দেখা যায় না তো!
—একটু ভিতরে আছে। তাতে আঘাত লাগলে খুব মুশকিল।
দিলীপ বলল—আমার দাদু আমার কান পরিষ্কার করে দেয়।
—ভালো করেন। কানের ময়লা পরিষ্কার করায় বড়োদের সাহায্য নেওয়াই ভালো।

৬ মানুষের দেহ: প্রধান বাহ্যিক অঙ্গ ও তাদের কাজ

পরিবর্তন যে ভাবে করা যেতে পারে—

আমিনা গান গায়। গান গাইতে দম লাগে। কিন্তু ওর ভাই এর কানে শোনার অসুবিধা আছে। সে শুনতে পায় না। কিন্তু মাথা নাড়ে। অনেকে ভাবতো ওর কানে ময়লা জমে আছে। তাই শুনতে পায় না। আসলে কানের ভিতরে যে পর্দা থাকে সেখানে কোনো অসুবিধা আছে। তাই ও শুনতে পায় না।

এরপর এই পাতাটি ব্যবহার করা যেতে পারে। স্পেশাল টিচার প্রশ্ন গুলি মুখে বলবেন এবং করে দেখাবেন।

পরিশিষ্ট-৪: মূল্যায়ণ পদ্ধতির নমুনা

ব্লক: **সি এল আর সি:** **গ্রাম পঞ্চায়েত/ ওয়ার্ড :** **জেলা :**	বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুর ছবি

বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুর নামঃ

মাতৃভাষা:

জন্ম তারিখ : বয়স :

লিঙ্গ পরিচিতি:

ঠিকানা:

পাড়া / রাস্তার নাম	
গ্রাম / শহর	
ডাকঘর (পোস্ট অফিস)	
পিন কোড	
কাছাকাছি বাস স্টপ	
কাছাকাছি রেল স্টেশন	

পারিবারিক ইতিহাস -

বাবার নাম						
বাবার বয়স						
বাবার শিক্ষাগত যোগ্যতা	উচ্চ মাধ্যমিক বা তার বেশী	মাধ্যমিক	মাধ্যমিকের নীচে	পঞ্চম শ্রেনীর নীচে	সাক্ষর	নিরক্ষর
বাবার পেশা	কৃষি কাজ	দিন মজুর	ব্যবসা	চাকরী	অন্যান্য	কিছুই না
মায়ের নাম						
মায়ের বয়স						
মায়ের শিক্ষাগত যোগ্যতা	উচ্চ মাধ্যমিক বা তার বেশী	মাধ্যমিক	মাধ্যমিকের নীচে	পঞ্চম শ্রেনীর নীচে	সাক্ষর	নিরক্ষর
মায়ের পেশা	কৃষি কাজ	দিন মজুর	ব্যবসা	চাকরী	অন্যান্য	কিছুই না

অভিভাবকের নাম

অভিভাবকের সাথে সম্পর্ক: (টিক চিহ্ন দিয়ে নির্দিষ্ট করুন)

দাদা/ভাই	দিদি/বোন	কাকা/মামা	কাকীমা/মামীমা/পিসি/মাসি	অন্যান্য

পরিবারে অন্য কোনো সদস্য অথবা রক্তের সম্পর্কে কোনো বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন মানুষ আছেন/ছিলেনঃ

হ্যাঁ	না

প্রতিবন্ধকতার ধরণ:

বৌদ্ধিক	সেরিব্রাল পলসি	দৃষ্টি প্রতিবন্ধকতা	ক্ষীণ দৃষ্টি	শ্রবণ প্রতিবন্ধকতা	লোকোমোটোর প্রতিবন্ধকতা	বহুবিধ প্রতিবন্ধকতা	নির্দিষ্ট শিখন প্রতিবন্ধকতা	অন্যান্য	জানা নেই

প্রতিষেধক টীকা নেওয়ার স্থিতি:

নিয়মিত	অনিয়মিত

বিকাশের ইতিহাস:

বিলম্বিত / দেরীতে	সাধারণত যেমন হয়ে থাকে	জানা নেই

শিশুটি বিদ্যালয়ে যায় কি?

হ্যাঁ	না

যদি বিদ্যালয়ে যায়, বিদ্যালয়ের বিবরণ:

বিদ্যালয়ের ধরণ	অঙ্গনওয়ারী কেন্দ্র	বিশেষ বিদ্যালয়	প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়	প্রাথমিক বিদ্যালয়	উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়	এস এস কে	এম এস কে	আর এম ভি	মাদ্রাসা
বিদ্যালয়ের নাম-ইউডাইস কোড সহ									
ভর্তির তারিখ									
কোন শ্রেনীতে ভর্তি হয়েছিল									
বর্তমান শ্রেনী									

পড়াশোনার মাধ্যমে	বাংলা		ইংরাজী		হিন্দি			অন্যান্য	
প্রতি মাসে বিদ্যালয়ে উপস্থিতি	নিয়মিত				অনিয়মিত				
মা-বাবার অংশগ্রহণ									
বিদ্যালয়ে শিশুর পড়াশোনার অগ্রগতি									
শ্রেনীকক্ষে শিশুর ব্যবহার									

শিশুর নির্দিষ্ট অসুবিধা : (টিক চিহ্ন দিয়ে নির্দিষ্ট করুন)

১) যদি বৌদ্ধিক প্রতিবন্ধকতার সাথে বহুবিধ প্রতিবন্ধকতা থাকে

২) যদি দৃষ্টি প্রতিবন্ধকতার সাথে বহুবিধ প্রতিবন্ধকতা থাকে

৩) যদি শ্রবণ প্রতিবন্ধকতার সাথে বহুবিধ প্রতিবন্ধকতা থাকে

৪) যদি অস্থি সংক্রান্ত প্রতিবন্ধকতার সাথে বহুবিধ প্রতিবন্ধকতা থাকে

৫) অন্যান্য

শিক্ষা গ্রহণের স্থিতি সম্পর্কিত মূল্যায়ণ:

ক্রম	স্তর	সূচক	হ্যাঁ	না
১	পড়া-পূর্ব স্তর	শিশু পড়া-পূর্ব স্তরে আছে		
২		শরীরের অঙ্গগুলির নাম বললে দেখাতে পারে		
৩		বেশী-কম দেখাতে পারে		
৪		অন্তত ৫ টি পশুর নাম বলতে পারে		
৫		অন্তত ৫ টি পাখীর নাম বলতে পারে		
৬		অন্তত ৫ টি ফুলের নাম বলতে পারে		
৭		অন্তত ৫ টি ফলের নাম বলতে পারে		
৮		বিভিন্ন যানবাহনের নাম বলতে পারে		
৯		দিন এবং রাত বুঝতে পারে		
১০	পড়া স্তর	বানান করে পড়তে পারে		
১১		বানান করে ছাড়াও পড়তে পারে		
১২		অর্থবহ পড়া		
১৩		আতস কাঁচের সাহায্য ছাড়া পড়তে পারে		
১৪		ইংরাজী/ বাংলা বর্ণমালা চিনতে পারে		
১৫	লেখা-পূর্ব স্তর	বিন্দু যোগ করতে পারে		
১৬		সরলরেখা টানতে পারে		
১৭		অর্ধ বৃত্ত আঁকতে পারে		
১৮		বক্র রেখা টানতে পারে		

১৯	লেখা স্তর	বর্ণ লিখতে পারে		
২০		শব্দ লিখছে		
২১		অর্থবহ শব্দ লিখছে		
২২		বাক্য লিখতে পারে		
২৩		প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে		
২৪		মনের ভাব লিখে প্রকাশ করতে পারে		
২৫		প্রশ্নের উত্তর লিখতে পারে (Over writing)		
২৬		সঠিক বানান লিখতে পারে		
২৭	বিমূর্ত বিষয়	ঐতিহাসিক বিষয়		
২৮		ভৌগলিক বিষয়		
২৯		বীজগণিত		
৩০		পারস্পরিক সম্পর্ক		
৩১	গণনা	সংখ্যার ছবি দেখে বুঝতে পারে		
৩২		সংখ্যার মান বুঝতে পারে		
৩৩		সংখ্যার তুলনামূলক বিচার (ছোট-বড়) করতে পারে		
৩৪		বাস্তব জীবনে সংখ্যার ব্যবহার		
৩৫		সংখ্যার নাম লেখা		
৩৬		৫ বা ১০ এর বেশী সংখ্যা গুণতে পারে		
৩৭		পর পর বলতে বললে ৫ পর্যন্ত সংখ্যার নাম বলতে পারে		
৩৮		১ টাকা, ২ টাকা, ৫ টাকা আলাদা আলাদা করতে পারে		
৩৯		১ টাকা, ২ টাকা, ৫ টাকা চিনে নিতে পারে এবং কেউ চাইলে দিতে পারে		

দৃষ্টি প্রতিবন্ধকতা / বহুবিধ প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুর মূল্যায়ন

পূর্ণ অন্ধত্বের জন্য

১	আলোর বোধগম্যতা আছে	হ্যাঁ	না
২	আলোর বোধগম্যতা অনুপস্থিত		

ক্ষীণ দৃষ্টির জন্য

১	একটি চোখে কম দৃষ্টি এবং অন্য চোখে ক্ষীণ দৃষ্টি	হ্যাঁ	না
২	দুই চোখেই ক্ষীণ দৃষ্টি		
৩	অল্প আলোতে দেখতে অসুবিধা হয়		
৪	সূর্যের আলোতে দেখতে অসুবিধা হয়		

শ্রবণ প্রতিবন্ধকতা এবং বহুবিধ প্রতিবন্ধকতা

১	আলোর বোধগম্যতা আছে	হ্যাঁ	না
২	শব্দের সচেতনতা আছে		
৩	শব্দ শুনে দিক বুঝতে পারে		
৪	জোর শব্দগুলিকে আলাদা করতে পারে		

৫	মৃদু শব্দগুলিকে আলাদা করতে পারে		
৬	গলার স্বর শুনে আলাদা করতে পারে		
৭	গলার স্বর শুনে মা, বাবা ও অন্যদের চিনতে পারে		
৮	ছোট ছোট শব্দ যেমন মামা, দাদা ইত্যাদি বলতে পারে		
৯	সম্পূর্ণ বাক্যে কথা বলতে পারে		
১০	উচ্চারণের অসুবিধা (কথা বলতে পারে)		
১১	উচ্চারণের অসুবিধা (শব্দ)		
১২	উচ্চারণের অসুবিধা (বাক্য)		
১৩	উচ্চারণের বিকৃতি		
১৪	অনুনাসিক শব্দ (হায়পার)		
১৫	অনুনাসিক শব্দ (হায়পো)		
১৬	উচ্চ শব্দ		
১৭	সাবলীলতা (কম)		
১৮	সাবলীলতা (মধ্যম)		
১৯	সাবলীলতা (উচ্চ)		
২০	বিরতি সম্পর্কে ধারণা		
২১	গলার স্বরের ব্যবহার		
২২	যতি চিহ্নের ধারণা (সাধারনত করে থাকে)		
২৩	যতি চিহ্নের ধারণা (সময় সময় করে থাকে)		
২৪	কথা বলার মাধ্যমে যোগাযোগ করে		
২৫	ইশারার মাধ্যমে যোগাযোগ করে		
২৬	অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে যোগাযোগ করে		
২৭	(Wo and more) মাধ্যমে যোগাযোগ করে		
২৮	সাধারনত শব্দের যথযথ ব্যবহার করে		
২৯	সময় বিশেষে শব্দের যথযথ ব্যবহার করে		
৩০	সুপ্রা সেগমেন্ট বৈশিষ্ট (উপস্থিত)		
৩১	সুপ্রা সেগমেন্ট বৈশিষ্ট (অনুপস্থিত)		
৩২	অঙ্গভঙ্গির সাথে সহজ মৌখিক অনুরোধ অনুসরণ করতে পারে		
৩৩	গহণযোগ্য শব্দের সংখ্যা		
৩৪	অভিব্যক্তি পূর্ণ শব্দের সংখ্যা		

অস্থি প্রতিবন্ধকতাযুক্ত বা বহুবিধ প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুদের অসুবিধা

ক্রম	অসুবিধা	হ্যাঁ	না
১	উপরের একটি অঙ্গের অসুবিধা		
২	উপরের উভয় অঙ্গের অসুবিধা		
৩	নীচের একটি অঙ্গের অসুবিধা		
৪	নীচের উভয় অঙ্গের অসুবিধা		
৫	একটি উপরের অঙ্গ এবং একটি নীচের অঙ্গের অসুবিধা		
৬	উপরের এবং নীচের উভয় অঙ্গের অসুবিধা		

গুরুতর বৌদ্ধিক/ দৃষ্টি/ শ্রবণ প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশু / বহুবিধ প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুদের মূল্যায়ন

ক	**দক্ষতা: দৈনন্দিন জীবনযাপনের দক্ষতা**	হ্যাঁ	না
১	স্নান করার সময় হাত/পা/মুখ বাড়িয়ে দেয়		
২	নিজে হাত ধুতে পারে		
৩	নিজে হাত মুছতে পারে		
৪	সর্দি হলে হাত দিয়ে নাক মুছতে পারে		
৫	দাঁত মাজতে পারে		
৬	কুল্কুচি করে জল ফেলতে পারে		
৭	সাবান তেল মাখিয়ে দিলে জল ঢেলে স্নান করতে পারে		
৮	গামছা দিয়ে গা মুছতে পারে		
৯	চুল আঁচড়াতে পারে		
১০	প্রস্বাব বা পায়খানা পেলে জানায়		
১১	প্রস্বাব বা পায়খানা যাওয়ার আগে প্যান্ট খুলতে পারে		
১২	নির্দিষ্ট জায়গাতে প্রস্বাব করে		
১৩	পায়খানা করার পর নিজে পরিষ্কার হতে পারে		
খ	**যোগাযোগ দক্ষতা**		
১	নাম ধরে ডাকলে তাকায়/সাড়া দেয়		
২	নাম জিজ্ঞেস করলে বলতে পারে		
৩	মা, বাবা ও অন্যদের চিনতে পারে (দৃষ্টি প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুরা গলার স্বর শুনে চিনতে পারে)		
৪	বৃহত্তর পরিবারের অন্য সদস্যদের যেমন কাকা, কাকীমা, ভাই-বোনদের চিনতে পারে (দৃষ্টি প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুরা গলার স্বর শুনে চিনতে পারে)		
৫	ছোট ছোট শব্দ যেমন মামা, দাদা ইত্যাদি বলতে পারে (কথা বলার অসুবিধাযুক্ত শিশুরা ইশারাতে দেখাতে পারে)		
৬	কোনো কিছু বারণ করলে বুঝতে পারে এবং সেটা করে না		
৭	ছোট ছোট আদেশ পালন করতে পারে		
৮	সম্পূর্ণ বাক্যে কথা বলতে পারে		

৯	প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে		
গ	**দক্ষতা: সামাজিক দক্ষতা**		
১	ওর দিকে তাকিয়ে হাসলে হাসে (দৃষ্টি প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুরা কথার প্রত্যুত্তর দিতে পারে।)		
২	বল নিয়ে খেলতে পারে		
৩	বয়সে বড় শিশুদের সাথে খেলতে পারে		
৪	বয়সে ছোট শিশুদের সাথে খেলতে পারে		
৫	দলবদ্ধভাবে কাজ করতে পারে বা খেলতে পারে		
৬	বই, খাতা ইত্যাদি নিজের জিনিস অন্যদের সাথে ভাগ করে ব্যবহার করতে পারে		
৭	অভিনন্দন জানাতে পারে (বাড়িতে/ স্কুলে)		
৮	অপরিচিত এবং পরিচিতদের আলাদা করে চিনতে পারে		
৯	অনুভুতি প্রকাশ করতে পারে		
ঘ	**দক্ষতা: জীবন কুশলতা**		
১	একাধিক বন্ধুর সাথে দলবদ্ধ ভাবে খেলতে পারে		
২	"না" বলতে পারে		
৩	সম্পর্ক তৈরি করতে পারে		
৪	ছোটখাটো সমস্যার সমাধান করতে পারে		
৫	কোথায় যাওয়া যাবে না বা কোথায় যাওয়া যেতে পারে তা বুঝতে পারে		
৬	পরিস্থিতি অনুযায়ী আচরন করতে পারে		
ঙ	**দক্ষতাঃ কারিগরি শিক্ষার পূর্বের দক্ষতা**		
১	সোজা দাগ টানতে পারে		
২	কাঁচি ধরতে পারে		
৩	কাঁচি দিয়ে সোজা ভাবে কাটতে পারে (দৃষ্টি প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুদের জন্য প্রজোয্য নয়)		
৪	কাগজ বা কাপড় সমান ভাবে ভাঁজ করতে পারে		
৫	সঠিক স্থানে আঠা লাগাতে পারে		
৬	সূচে সুতো পরাতে পারে (দৃষ্টি প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুদের জন্য প্রজোয্য নয়)		
৭	নকশার মধ্যে পুঁথি বা চুমকি আঠা দিয়ে বসাতে পারে (দৃষ্টি প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুদের জন্য প্রজোয্য নয়)		
৮	রঙের প্যাটার্ন বুঝতে পারে (দৃষ্টি প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুদের জন্য প্রজোয্য নয়)		
৯	আইলেট প্যাকেটে আইলেট লাগাতে পারে		
১০	ফানেলে জল ঢালতে পারে		
১১	দড়িতে গিঁট বাঁধতে পারে		
১২	দড়ি দিয়ে বিনুনী করতে পারে কিনা		
১৩	কাঠির মধ্য ফুল ঢোকাতে পারে কিনা (দৃষ্টি প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুদের জন্য প্রজোয্য নয়)		
১৪	তার বাঁকাতে পারে কিনা		

Technical support provided by - UNICEF West Bengal

প্রায়োগিক / কারিগরি সহায়তায় : ইউনিসেফ পশ্চিমবঙ্গ